CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-148 ■ 27 February, 2026 ■ আগরতলা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

দেশে প্রথম উদ্ভাবন মিশন (সিম) চালু ত্রিপুরায়

উত্তর-পূর্বের প্রবৃদ্ধির নতুন ইঞ্জিন ঃ জিতেন্দ্র সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। আজ ২৬ ফেব্রুয়ারী আগরতলায় ভারতের প্রথম রাজ্য উদ্ভাবন মিশন (সিম) এর উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উদ্ভাবনকে পরীক্ষাগার এবং মহানগর করিডোরের বাইরে জেলা, গ্রাম এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে হবে, যাদের আকাঙ্ক্ষা একটি নতুন ভারতের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করবে। উত্তর-পূর্বকে ভারতের প্রবৃদ্ধির "নতুন ইঞ্জিন" হিসাবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার এই উদ্যোগ প্রযুক্তির বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুযোগের গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ।

ত্রিপুরার সিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান সুমন বেরি, নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি.কে. সারস্বত, রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, তথ্যপ্রযুক্তি সচিব রাজীব কুমার সেন, এনইজিডির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ গিত্যে সহ উর্ধতন কর্মকর্তারা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা, উদ্ভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিল্প প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ জিতেন্দ্র সিং ত্রিপুরায় সিম চালু করাকে অটল উদ্ভাবন মিশন (এইম)-এর একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কল্পনা করা একটি উদ্যোগ। উদ্ভাবন মিশনের ধারণাটি একসময় সরকারি ব্যবস্থায় অপরিচিত ছিল বলে স্মরণ করে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে এইম একটি দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রায় ১০,০০০ অটল টিঙ্কারিং ল্যাব (এটিএল) প্রতিষ্ঠা করা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে এই সংখ্যা ৫০ হাজারে সম্প্রসারিত হবার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত, উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র এখন জেলা এবং ছোট শহরগুলির গভীরে পৌঁছে গেছে, যা সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করছে। মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এইম সম্প্রসারণ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে রাজ্য উদ্ভাবন মিশন প্রচারের সিদ্ধান্ত সহযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক সম্প্রসারণের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা নেতৃত্ব দিয়েছে, যা দেশের বাকি অংশের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে। মন্ত্রী এটিকে 'দ্বৈত ইঞ্জিন" পদ্ধতির প্রদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজ্য-স্তরের বাস্তবায়ন একসাথে কাজ করছে।

২০১৪ সাল থেকে এর উপর প্রধানমন্ত্রীর জোর দেওয়ার কথা স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং গত এক দশকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সুষম জাতীয় উন্নয়নের জন্য সমস্ত অঞ্চল জুড়ে সমান অগ্রগতি প্রয়োজন। তিনি উন্নত যোগাযোগ, রেল ও বিমান পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, পর্যটন বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর জাতীয় সংহতির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই অঞ্চলটি বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে ভারতের উন্নয়নের গল্পে মূলধারার অংশগ্রহণে রূপান্তরিত হয়েছে।

উদ্যোক্তা হিসেবে ত্রিপুরার কর্মক্ষমতার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিং জানান, এই রাজ্যে আজ ১৫০ টিরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতন রুখতে ১০টি পঞ্চায়েতে চালু হচ্ছে নারী আদালত ঃ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। নারী নির্যাতনের ঘটনায় দ্রুত ও সংবেদনশীল বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। নির্যাতিতা নারীদের সময়োপযোগী ন্যায়বিচার দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ১০টি পঞ্চায়েত এলাকায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হচ্ছে নারী আদালত। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক লজ্জা বা জটিল আইনি প্রক্রিয়ার কারণে নারীরা অভিযোগ জানাতে দ্বিধা বোধ করেন। তাই নারী নির্যাতনের ঘটনায় দ্রুত ও সংবেদনশীল বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের ১০টি পঞ্চায়েত এলাকায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হচ্ছে নারী আদালত। সেগুলো হল, কদমতলা ব্লকের অধীন ফুলবাড়ি পঞ্চায়েত, চন্ডিপুর ব্লকের অধীন শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত, খোয়াই আরডি ব্লকের অধীন পশ্চিম সোনাতলা পঞ্চায়েত, বামুটিয়া ব্লকের অধীন লেম্বুছড়া পঞ্চায়েত, নলছড় ব্লকের অধীন খেদাছড়া পঞ্চায়েত, টেপানিয়া পঞ্চায়েত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিবেকানন্দ পল্লী পঞ্চায়েত এবং ধলাই জেলায় তিনটি পঞ্চায়তে নারী আদালত চালু করা হবে।

তিনি আরও বলেন, নারী সংক্রান্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় স্তরে আইনি সহায়তা পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ আদালত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০টি পঞ্চায়েত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এই আদালত চালু হবে। প্রতিটি নারী আদালতে থাকবে ৯ সদস্যের বিচারমন্ডলী কমিটি। পুরনো দিনের শালিসি সভার আদলে এই কাঠামো তৈরি করা হলেও তা হবে আইনসম্মত ও সংগঠিত ব্যবস্থার আওতায়। কমিটিতে গ্রামের প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ আইনের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও থাকবেন। এই স্কিম রাজ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর বাস্তবায়ন করবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফুলবাড়ি, ঊনকোটি জেলার শ্রীরামপুর, খোয়াই জেলার পশ্চিম সোনাতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লেম্বুছড়া, সিপাহীজলা জেলার খেদাছড়া, গোমতী জেলার টেপানীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিবেকানন্দপল্লী পঞ্চায়েত সহ ধলাই জেলার সিঙ্গিনালা,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা এআই নীতি চালু করবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ ঘোষণা করেছেন যে অটল ইনোভেশন মিশন এবং নীতি আয়োগের সহায়তায় ত্রিপুরা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি নিয়ে আসবে, যা এটি দেশের প্রথম এধরণের উদ্যোগ। তিনি বলেছেন, আগরতলা একটি স্মার্ট শহর হওয়ায় রাজ্য সরকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ শহর পরিচালনার জন্য এআই-ভিত্তিক সলিউশন চালু করবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এর উপস্থিতিতে আজ আগরতলার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ত্রিপুরায় স্টেট ইনোভেশন মিশনের সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় রাজ্য উদ্ভাবন মিশন (স্টেট ইনোভেশন মিশন) হচ্ছে ত্রিপুরায় ভারতের প্রথম রাজ্য-স্তরের উদ্ভাবন মিশন — যা তারা আগে কখনও কল্পনাও করেন নি। আমরা প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক সংস্কার, ডিজিটাল শাসন এবং দূরদর্শী শিল্প ও স্টার্ট-আপ নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। ত্রিপুরা দেশের একমাত্র

রাজ্য যেখানে পুরো সরকার কাজ করছে মন্ত্রিপরিষদ এবং রাজ্য সচিবালয় থেকে শুরু করে ত্রি-স্তরীয় ভিলেজ কাউন্সিলের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যা সম্পূর্ণ কাগজবিহীন। আর সুশাসনের উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদান করা এবং যুবদের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্যোগে রূপান্তর করা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ভাড়াঘর থেকে উদ্ধার হল এক সরকারি চাকুরীজীবী ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আজ সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ সাব্রুম থানায় খবর পৌঁছায় যে সাব্রুমনগর পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে চন্দ্রশেখর রায়ের বাড়িতে এক ভাড়াটিয়া ব্যক্তি ঘরের ভিতরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। মৃত ব্যক্তির নাম মতীন্দ্র ত্রিপুরা। তিনি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে এআরডিও পদে কর্মরত ছিলেন এবং সাব্রুম পশু হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করতেন। তার অকাল মৃত্যুর খবরে সহকর্মী ও পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিআইপি রোডে যাত্রীবাহী গাড়ি অপহরণ করে ছিনতাই, মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ফের শিরোনামে আগরতলা বিমানবন্দর সংলগ্ন ভিআইপি রোড। আগরতলা বিমানবন্দর-এর ভিআইপি রোডের কাঠালতলী এলাকায় এক যাত্রীবাহী ইকো গাড়ি অপহরণ করে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, সোনামুড়া থেকে আগত একটি যাত্রীবাহী ইকো গাড়ি বিমানবন্দরের দিক থেকে ফিরছিল। সেই সময় দুষ্কৃতীরা গাড়ির পথরোধ করে জোরপূর্বক নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে গাড়িতে থাকা যাত্রী ও চালকের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, নগদ অর্থসহ মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয় এবং গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। আজ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিলের পরীক্ষার্থীরা ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছে। দুপুর ১২টায় শুরু হয়েছে এই পরীক্ষা।

প্রসঙ্গত, এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩২, ৪০৪ জন। এর মধ্যে ১৪,৬২৯ জন ছাত্র এবং ১৭,৩৭৫ জন ছাত্রী রয়েছে। পাশাপাশি মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৫৫ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ১২৯ জন ছাত্র এবং ২৬ জন ছাত্রী। মাধ্যমিক পরীক্ষা রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনসিআইআরটি'র অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বই বাজেয়াপ্তের নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইয়ে 'বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি' সংক্রান্ত উল্লেখকে ঘিরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানায়, এই প্রকাশনা একটি "পরিকল্পিত পদক্ষেপ" বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, যা বিচারব্যবস্থার মর্যাদাকে আঘাত করেছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ 'এনসিইআরটি এবং আনুষঙ্গিক বিষয় দ্বারা প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর (পর্ব-২) জন্য সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক'-এ। শীর্ষক স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে একাধিক অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে। নির্দেশে বইটির সর্বভারতীয় স্তরে অবিলম্বে বাজেয়াপ্তকরণ, ডিজিটাল কপি অপসারণ এবং পুনর্মুদ্রণ বা প্রচারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিপুল এম. পঞ্চোলিও ছিলেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, অধ্যায়টি বিচারব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলেও সাংবিধানিক নৈতিকতা রক্ষা, 'বেসিক স্ট্রাকচার' তত্ত্বের সুরক্ষা ও আইনি সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়প্রাপ্তির প্রসারে আদালতের ঐতিহাসিক অবদান যথাযথভাবে উল্লেখ করেনি। এমন বয়ান জনআস্থা ক্ষুণ্ণ করতে পারে বলেও সতর্ক করে শীর্ষ আদালত।

শোকজ নোটিস জারি করে বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, স্কুল শিক্ষা দফতরের সচিব এবং জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি)-র ডিরেক্টর ড. দীনেশ প্রসাদ সাকলানি ব্যাখ্যা দিন কেন তাঁদের বা সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা আইন বা অন্যান্য প্রযোজ্য আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এনসিইআরটি-কে কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে স্কুল, দোকান, গুদাম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে বইয়ের সব কপি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যগুলির শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবদের সম্মতি-প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এনসিইআরটি ডিরেক্টর ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর ব্যক্তিগত দায়ও নির্দিষ্ট করেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "ওরা গুলি চালিয়েছে আজ বিচারব্যবস্থা রক্তাক্ত।" তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ত্রিপুরার ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে

রাজ্যে মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। গুরগাঁওয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক ত্রিপুরার ছাত্রী। এরই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী বলেন, দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গুরগাঁওয়ে ত্রিপুরার ছাত্রীর উপর যে ধরনের নির্মম নির্যাতন হয়েছে, তা গোটা সমাজের কাছে লজ্জাজনক। এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

তাঁর অভিযোগ, দেশে নারীদের উপর বাড়তে থাকা সহিংসতা রোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবের কারণেই একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে। বিজেপি শাসিত একের পর এক রাজ্যে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাঁর কথায়, শুধু গুরগাঁও নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এবং ত্রিপুরাতেও একই ধরনের জঘন্য অপরাধ ঘটছে। তিনি আরও বলেন, শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমীক্ষা হওয়ার পর ত্রিপুরায় বন্দে ভারত ট্রেন নিয়ে চিন্তাভাবনা ঃ পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হওয়া নিয়ে জল্পনা চললেও আপাতত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা স্পষ্টভাবে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বন্দে ভারত ট্রেন চালুর বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা চলছে। তবে রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থা, রেলপথের বর্তমান পরিকাঠামো এবং পরিবেশগত সংবেদনশীলতা বিবেচনা না করে কোনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। প্রথমেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে, তারপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

মন্ত্রী জানান, বন্দে ভারত ট্রেন একটি আধুনিক ও উচ্চগতির ট্রেন পরিষেবা। ফলে ত্রিপুরার মাটি ও রেলপথ সেই গতির জন্য কতটা উপযুক্ত, তা প্রযুক্তিগতভাবে পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞ দল রাজ্যের বিভিন্ন রেলপথ পরিদর্শন করে মাটির গঠন, ট্র্যাকের মান, সেতু ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপারের ধাক্কায় সাইকেল চালকের মৃত্যু, শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ট্রিপারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বাইসাইকেল আরোহীর। আজ সকালে ভাটি অভয়নগর এলাকায় ওই যান দুর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, এলাকাবাসী ঘাতক গাড়ি চালকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জানা যায়, আজ সকালে ভাটি অভয়নগর এলাকার বাসিন্দা দীপক দেব সাইকেলে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতির একটি ট্রিপার পিছন দিক থেকে এসে সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ মার্চ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

দোলের রাতে মহাজাগতিক দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় দেশবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ৩রা মার্চ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। দোলযাত্রার রাতেই পৃথিবীর ছায়ায় সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হবে উপগ্রহ চাঁদ। ফলে রঙের উৎসবের পাশাপাশি আকাশেও দেখা যাবে এক অনন্য মহাজাগতিক দৃশ্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মতো দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও এই বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকবেন মানুষজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি স্থান বাদে দেশের অধিকাংশ এলাকা থেকেই এই গ্রহণ আংশিক বা সমাপ্তির পর্যায়ে দেখা যাবে। গ্রহণটি সেদিন সন্ধ্যায় শুরু হবে। আগামী ৩ মার্চ দুপুর ৩টে বেজে ২০ মিনিটে গ্রহণ শুরু হবে। চলবে সন্ধে ৬টা বেজে ৪৭ মিনিট পর্যন্ত। সবচেয়ে ভাল ভাবে গ্রহণ দেখা

যাবে সন্ধে ৬টা বেজে ২৬ মিনিটে।

জানা গেছে, ভারতের অধিকাংশ স্থানে চন্দ্রোদয়ের সময় গ্রহণের শেষাংশ দৃশ্যমান হবে। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু এলাকা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ-এর কয়েকটি স্থানে পূর্ণ গ্রহণের সমাপ্তিও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

ভারতের বাইরে পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আমেরিকার বিভিন্ন অংশ থেকেও এই গ্রহণ দেখা যাবে।

উল্লেখ্য, চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমা তিথিতে ঘটে, যখন সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এসে পড়ে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে চাঁদ সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়। আর আংশিক গ্রহণে চাঁদের কেবল একটি অংশ ছায়ায় ঢাকা পড়ে।

জল সরবরাহ বন্ধ, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। পানীয় জলের তীব্র সংকটকে কেন্দ্র করে আজ উত্তাল হয়ে উঠল ফটিকরায়। জল সরবরাহ বন্ধ থাকার অভিযোগে ফটিকরায়-গোকুলনগর ৩ নম্বর ওয়ার্ড ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা শক্তি সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় কৈলাসহর—কমলপুর বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন এলাকার মহিলারা।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিত জল সরবরাহের কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। বর্তমান শুষ্ক মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু আধিকারিকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সমস্যার কথা জানাতে ফোন করা হলেও অনেক সময় সঠিকভাবে সাড়া মেলে না।

বিক্ষোভের জেরে কয়েক ঘণ্টা ধরে কৈলাশহর—কমলপুর সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বহু যাত্রী ও পণ্যবাহী যান আটকে পড়ে ভোগান্তির শিকার হন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 27-02-2026, 00:47

জাগরণ
আগরতলা,২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১৪ ফাল্গুন, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত

দীর্ঘদিন ধরিয়া পাকিস্তান ভারতকে লক্ষ্য করিয়া "কৌশলগত পরমাণু অস্ত্র" ব্যবহারের ভয় দেখাইয়া আসছিল। ভারতীয় সেনাকর্তার এই বক্তব্যের অর্থ হইলোভারত আর এই হুমকিতে থমকে যাইবে না। পাকিস্তান যদি মনে করে পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া তাহারা সীমান্তপার সন্ত্রাস চালাইয়া যাইবে, তবে সেই ধারণা ভুল। ভারতের পরমাণু নীতির একটি প্রধান স্তম্ভ হইলো ভারত আগে পরমাণু হামলা করিবে না। কিন্তু সেনাকর্তার হুঁশিয়ারিতে যে "চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত"-এর কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভারতের সেই নীতিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারত আক্রান্ত হইলে এমন পাল্টা আঘাত করা হইবে যাহা শত্রুপক্ষ সহ্য করিতে পারিবে না।

এটি কেবল পরমাণু অস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, বরং প্রথাগত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।রণকৌশলে পরিবর্তন গত কয়েক বছরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করিয়াছে যে, পরমাণু হুমকির ছায়ার নিচে দাঁড়াইয়াও সীমিত পরিসরে যুদ্ধ জয় সম্ভব। সেনাকর্তার এই মন্তব্য সেই কৌশলগত গভীরতাকেই আরও জোরালো করিল। প্রচ্ছন্ন মদতে চলা প্রক্সি-ওয়ার বা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করিবার কড়া বার্তা।

ভারত নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনো পর্যায়ে যাইতে দ্বিধা করিবে না। সেনাবাহিনীর মনোবল এবং প্রস্তুতির বিষয়ে আশ্বস্ত করা।সেনাকর্তার এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, ভারত এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং প্রয়োজনে শত্রুর ডেরায় ঢুকিয়া আঘাত হানিতে বা যেকোনো বড় পদক্ষেপ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

পাকিস্তানের তরফে পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়া হইলেও ভারত তাকে গুরুত্ব দেয় না। এই দাবি করিয়াছেন সেনার পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান (জিওসি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ার। তিনি বলেন, "আমাদের সেনা ভবিষ্যতের আকস্মিক পরিস্থিতিতে নির্ণায়ক প্রত্যাঘাতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। পরমাণু হুমকির সামনে ভারত পিছাইয়া আসিবে না।লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ারের দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর'-পর্বে ভারতীয় সেনার হামলার মুখে দিশাহারা পাকিস্তান মরিয়া হইয়া যুদ্ধবিরতি চাহিয়াছিল এবং সে কারণেই পরমাণু হামলার হুমকি দিয়াছিল। তিনি বলেন, "ওরা (পাকিস্তান) বলিয়াছিল, যদি পাতালে যাইতে হয় সঙ্গে করিয়া অর্ধেক পৃথিবীকে নিয়া যাইবে।" এর পরেই তাঁহার মন্তব্য, "এ বার আমরা অতীতের তুলনায় আরও ভাল ভাবে প্রস্তুত। আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও স্পষ্ট।" সেই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়াছেন, 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'আরও ভয়ঙ্কর হইবে।পাকিস্তানের সেনাকর্তারা সে দেশের জনগণের মধ্যে প্রাসঙ্গিক থাকিবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির উস্কে দেন বলিয়াও অভিযোগ করেন পশ্চিমাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান। প্রসঙ্গত, গত অগস্টে আমেরিকা সফরে গিয়া ফ্লরিডার টাম্পায় শিল্পপতি আদনান আসাদ আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়াছিলেন পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। সেখানে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি মনে হয় আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তবে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়া আমরা ধ্বংস হইব।" অপারেশন সিঁদুর-এর পর ভারত একতরফা ভাবে সিন্ধু জলবণ্টন যুক্তি স্থগিত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়া ওই হুমকি দিয়াছিলেন তিনি।

রীতলাল যাদবের জামিনের আবেদন খারিজ করল পাটনা হাইকোর্ট

পাটনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : গুরুতর ফৌজদারি মামলায় প্রাক্তন দানাপুর বিধায়ক ও বিতর্কিত নেতা রীতলাল যাদব ওরফে রীতলাল রাইয়ের নিয়মিত জামিনের আবেদন খারিজ করেছে পাটনা হাই কোর্ট। বিচারপতি সত্যব্রত ভার্মার একক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, অভিযোগের গুরুতরতা এবং আবেদনকারীর বিস্তৃত অপরাধমূলক অতীত বিবেচনায় জামিন দেওয়া সমীচীন নয়।

মামলাটি খাগাউল থানার কেস নম্বর ১৭১/২০২৫ সংক্রান্ত। এতে রীতলাল যাদবের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ব্যক্তিগত ও সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল, অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ এবং সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

শুনানিতে সরকারি পক্ষের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, রীতলাল যাদবের প্রভাব এলাকায় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাকে জামিনে মুক্তি দিলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে এবং বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে, প্রাক্তন বিধায়কের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী রাজেন্দ্র নারায়ণ আইনি ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুরের আবেদন জানান।

তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী অজয় মিশ্র আদালতকে জানান, বিভিন্ন থানায় রীতলাল যাদবের বিরুদ্ধে প্রায় ৪০টি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আদালত পুলিশ ডায়েরি পর্যালোচনা করে মন্তব্য করে, এত বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন মামলা জামিন মঞ্জুরের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে।

বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করে, এমন বিস্তৃত অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা কোনও ব্যক্তিকে মুক্ত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হলে তা জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে। রীতলাল যাদব ১৩ জুন, ২০২৫ থেকে এই মামলায় জেলে রয়েছেন এবং বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে আছেন। জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায়, উচ্চতর আদালত থেকে স্বস্তি না পেলে তাকে হেফাজতেই থাকতে হবে। উল্লেখ্য, চাঁদাবাজি, বেআইনি জমি দখল এবং সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত চলমান আইনি প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। জামিন না মঞ্জুর হওয়ায় এখন তিনি আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন।

শরৎ সাহিত্যের আঁতুড়ঘর সামতাবেড়

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নির্জনতা সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম মূল উপাদান। নির্জন ও মনোরম স্থান সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম মূল উপাদেয় বিষয় বস্তু। মনের মাধুরীর সংমিশ্রণ তখনই ঘটবে, যখন প্রকৃতির নির্জনতা এক অন্যভাবের জগতে নিয়ে যাবে। গাছেদের নীরবতা, পাখির কুজন, নদ-নদীর নীরবতা, কপোত কপোতীর চাহনী, গ্রাম্য পরিবেশ, রাখালিয়ার বাঁশীর সুর, অপেক্ষারত নৌকা, সবুজ ধানখেত এক অন্য সৃষ্টির সুর ধ্বনিত হয়। সাহিত্যে একদিনে যেরূপ প্রেমিকাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা থাকে অন্যদিকে ঠিক অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতেই আগামীর বীজ বপন করা হয়। বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম কথা সাহিত্যিক বলা চলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। যিনি তার বিরাজ বউ, মেজ দিদি, পথের দাবী প্রভৃতি লেখনীর মাধ্যমে তাঁর শিল্পীসত্তাকে চিরাচরিত করে গেছেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে হলেও তার সাহিত্য জীবনের সৃষ্টির দিনগুলি কেটেছিল হাওড়ার সামতাবেড়ে। বর্তমানে তাঁর বাড়িটি সরকার দ্বারা "হেরিটেজ" ঘোষণা করা হয়েছে। দোতলা মাটির বাড়িটিতে আজও যেমন শরৎবাবুর বসার চেয়ার বিদ্যমান, ঠিক সেইরকমভাবেই তখনকার সময়কার সাক্ষী হিসাবে ঘড়িটি বিদ্যমান। এছাড়াও, বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দ্বারা রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কথা সাহিতিক ব্যবহৃত হুকো সবই আজ ঘরে সাজানো রয়েছে। সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দোতলায় উঠলে সামনাসামনি চোখাচুখি হবে রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে। এই বাড়িতেই একদা এই রূপনারায়ণ নদকে সাক্ষী রেখে কথা সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছিলেন একের পর এক কালজয়ী লেখনী। বারান্দার এক কোণে পাখিদের কলকাকুলিও একবাক্যে মুগ্ধ করবে আগত দর্শনার্থীদের।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা উৎপীড়িত, নিপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই আমাদের পাঠালে, মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে'। সামতাবেড়ের এই বাড়ি থেকেই শরৎবাবু একে একে তার শিল্পীসত্তার গভীরে ঢুকে সৃষ্টি করে গিয়েছেন পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাস, অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি, শ্রীকান্ত (চতুর্থ খন্ড)। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ জীবনের শেষ বারোটা বছর সামতাবেড়ের এই অপরূপ প্রকৃতির মাঝে তিনি নিজের সাহিত্যকাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁকে দাহ করা হলেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমাধি এখনও সামতাবেড়ের

বাড়িতে বিদ্যমান। প্রকৃতি প্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলে চলে সামতাবেড়। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সুব্রতকুমার প্রতি জানালেন, 'প্রতিদিন বহু মানুষ সাহিত্যের টানে ও অজানাকে জানবার আকর্ষণে ছুটে আসেন এই বাড়িতে। আজও বলতে গেলে কথাসাহিত্যিকের জ্বলন্ত উপস্থিতি কোথাও যেন বিদ্যমান'। সামতাবেড়ের কথা সাহিত্যিকের বাড়ির সামনে সঞ্জয় নামের এক ব্যবসায়ী জানান, 'বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্যবসা করছি। মূলত ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে প্রতিদিন দশ হাজারেরও বেশি এখানে দর্শনার্থীদের ভিড় হয়। গরমকালেও বহু লোক কথা সাহিত্যিকের সামতাবেড়ের এই বাড়ি দেখতে ছুটে আসেন'। প্রকৃতির শান্ত রূপ, রূপনারায়ণের মাধুর্য, গাছেদের নীরবতা, পাখির কলতান এক অন্য জীবনে নিয়ে যাবে। যেখানে কিছুক্ষণের জন্য জীবনের ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গিয়ে একশো শতাংশ শরৎ সাহিত্যের আস্বাদন নেওয়া যেতে পারে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের পদার্পণে ধন্য হলো কলকাতার গড়পার অঞ্চল

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৬, পবিত্র দোল পূর্ণিমা। কলকাতার গড় পার অঞ্চলে রামমোহন রায় রোডে নবনির্মিত আশ্রমে সেদিন পদার্পণ করেছিলেন ভাদুড়ী মহাশয় - পরমহংস মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ। ঐ অঞ্চল সেদিন ধন্য হয়েছিল সেই পরমপুরুষের পদধূলিতে - যিনি ভক্তদের অনুভবে - বহিরঙ্গে শিব, অন্তরঙ্গে বিষ্ণু। ১৯১৬ সালের সেই বসন্তবিজড়িত দিনের স্থান আজ ইতিহাসে, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের অনুভবে তা আজও অনির্বাণে জ্যোতির্ময়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদধন্য এই মহাযোগী ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কোনও এক দণ্ডী সন্ন্যাসী যোগীপুরুষকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনিই নগেন্দ্রনাথকে গুপ্ত সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেন। সেই আদেশ শিরোধার্য করে সারা ভারত জুড়ে সনাতন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন নগেন্দ্রনাথ। এই উদ্দেশ্যেই পরবর্তীতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ যখন যেখানে থাকতেন সেখানেই এর সভা অনুষ্ঠিত হত। পরে তাঁর শিষ্য-ভক্তরা তাঁকে একটি স্থায়ী আবাসের কথা বলেন। মহর্ষিদেব প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত শিষ্য-ভক্তদের ক্রমাগত অনুরোধে সম্মত হন। সেই সুত্রেই কলকাতার গড় পার অঞ্চলে রামমোহন রায় রোডে নির্মিত হয় একটি স্থায়ী আবাসগৃহ। এই প্রসঙ্গটির বর্ণনা রয়েছে পরমহংস যোগানন্দের পৃথিবী বিখ্যাত আত্মজীবনী "Autobiography of a Yogi"-তেও। ১৯১৬ সালের দোলপূর্ণিমায় মহর্ষিদেবের উপস্থিতিতে এই নবনির্মিত আশ্রমের গৃহপ্রবেশে আশ্রম প্রাঙ্গণ সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খনিনাদ; উলুধ্বনিতে। সঙ্গে ছিল মহর্ষিদেবের রচিত এবং সুরারোপিত পরমার্থসঙ্গীত। নীল আকাশের নিচে অপেক্ষমাণ অগণিত ভক্ত সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক দিব্য তনুর জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে। তাঁর এক ঝলক দর্শনে সেদিন ভক্তহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সাত্ত্বিকতায়। গণচেতনার সে এক অলৌকিক জাগরণ। এখানেই কেটেছিল মহর্ষিদেবের শেষ জীবন। তাঁর শেষ জীবনের এই তপস্যাভূমি বারবার সাক্ষী থেকেছে তাঁর ভাবসমাধি, সবিকল্প এবং নির্বিকল্প সমাধির।

মহাসমাধি গ্রহণের পূর্বেই মহর্ষিদেব তাঁর মানসপুত্র ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীকে তাঁর মহাসমাধি গ্রহণের দিন ও ক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন। সেই অনুসারেই ২ নভেম্বর, ১৯২৬-এ মহর্ষিদেব পদ্মাসনে বসে রাম নাম শ্রবণ করতে করতে মহাসমাধি গ্রহণ করেন। এর পরের দিন ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহর্ষিদেবের পবিত্র দেহ কলকাতার নিমতলা ঘাটে সৎকার করেন। তাঁর পবিত্র চিতাভস্মপূর্ণ কলস তিনিই মঠে নিয়ে আসেন এবং সেই অস্থিকলসের প্রথম পুজোও তিনি সম্পাদন করেন। সেই উপলক্ষে সেদিন আয়োজিত হয় মহর্ষিদেবের বিশেষ পুজো। ছিল ভোগরাগাদিও। মহর্ষিদেবের মহাসমাধিলাভের পরের দিন মহর্ষিদেবের ভক্ত-শিষ্যদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই নগেন্দ্র মঠ তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে মহর্ষিদেবের অস্থিকলসের ওপর নির্মিত হয় মহর্ষিদেবের সমাধি মন্দির। তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং পাদুকাও তাঁর ধ্যান কক্ষে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৫ সালে গড়ে ওঠে নগেন্দ্র মিশন। সারা পৃথিবীতে মহর্ষিদেব প্রণম্য 'The Levitating Saint'- রূপে। কিন্তু কঠোর তপস্যার পর মুঙ্গেরে শুধু যোগ মার্গে নয়, ভক্তি মার্গেও তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেই কারণে পরম্পরা অনুসারে আজও তাই পবিত্র দোল পূর্ণিমায় তাঁর ভক্ত -অনুগামীদের চর্চা ও চর্যায় প্রাধান্য পায় হরিকথা, মহর্ষিদেবের রচিত এবং সুরারোপিত হরিগুণ গান - পরমার্থসঙ্গীত। মহর্ষিদেবের আগমনের স্মরণে আজও দোল পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠের পক্ষ থেকে দুদিন ধরে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। থাকে পদযাত্রা , বিশেষ পূজার্চনা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড। এই ক্রিয়াকাণ্ডে প্রতিবছরই অংশগ্রহণ করেন মঠের প্রাক্তন ও বর্তমান আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের ভক্ত ও দর্শনার্থীরা। এই অংশগ্রহণে আজও কথা বলে ব্রহ্মনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং সমর্পণ।

(লেখকের মাতার পিতামহ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষিদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।)

এআই সামিটে বিক্ষোভ: যুব কংগ্রেসের ৫ কর্মীকে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল দিল্লি আদালত

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ যুব কংগ্রেস কর্মীকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল দিল্লির একটি আদালত।

পাতিয়ালা হাউস কোর্ট বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত সৌরভ, আরবাজ, সিদ্ধার্থ, অজয় ও রাজা গুর্জরকে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে নির্দেশ দেয় যে, তাদের আগামী ১ মার্চ পুনরায় আদালতে পেশ করতে হবে।

পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে সৌরভ, আরবাজ ও সিদ্ধার্থকে সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে দিল্লিতে আনা হয়েছে। অন্যদিকে অজয় ও রাজা গুর্জর আগেই এই মামলায় হেফাজতে ছিলেন।

এর আগে শিমলা জেলার রোহরু এলাকা থেকে তিন যুব কংগ্রেস কর্মীকে আটক করা নিয়ে দিল্লি পুলিশ ও হিমাচল প্রদেশ পুলিশের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অচলাবস্থা তৈরি হয়।

হিমাচল পুলিশ দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করে এবং শোগি সীমান্তের কাছে তাদের সাময়িকভাবে আটক রাখে। পরে স্থানীয় আদালতের মাধ্যমে ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর হলে দিল্লি পুলিশ ওই তিন অভিযুক্তকে জাতীয় রাজধানীতে নিয়ে আসে। দিল্লি পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের কেউই হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা নন এবং বিক্ষোভের পর তারা আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। গ্রেফতার তিনজনের মধ্যে দু'জন বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অপর একজন ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, ২১ ফেব্রুয়ারি একই মামলায় গ্রেফতার চার যুব কংগ্রেস সদস্যকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছিল আদালত। পরবর্তীতে ২৪ ফেব্রুয়ারি যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবকে গ্রেফতারের পর চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়।

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় চিব সহযোগিতা করেননি এবং পলাতক সহ-অভিযুক্তদের সম্পর্কে বা বিক্ষোভে ব্যবহৃত টি-শার্ট ছাপানোর উৎস সম্পর্কে তথ্য দেননি।

এই বিক্ষোভকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও তীব্র হয়েছে। বিজেপি ঘটনাটিকে ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা বলে সমালোচনা করেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস দাবি করেছে, এটি ছিল যুব সমাজের উদ্বেগ তুলে ধরার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

চাঁদনি চক-এ ঝুলন্ত বিদ্যুৎ তার মাটির নিচে সরানোর প্রকল্প উদ্বোধন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চাঁদনি চক এলাকায় ঝুলন্ত বিদ্যুৎ তার মাটির নিচে সরানোর প্রকল্প-সহ একাধিক নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। চাঁদনি চক এলাকায় উপরিভাগে ঝুলন্ত বিদ্যুৎ কেবল ভূগর্ভস্থ করার এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এলাকাটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সরবরাহের নিরাপত্তা জোরদার এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাঁদনী চক কেবল একটি বাজার নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক। তিনি বলেন, বহু বছর ধরে ঝুলন্ততার শুধু এলাকার সৌন্দর্য নষ্ট করেনি, নিরাপত্তার ঝুঁকিও তৈরি করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকা আরও নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক হয়ে উঠবে। তিনি এটিকে শুধু বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়ন নয়, বরং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও স্মার্ট অবকাঠামো গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মাণ্ডোলিতে ৬৬/১১ কেভি জিআইএস গ্রিড সাব-স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং শিবালিক, দ্বারকা ও গয়লা খুর্দ এলাকায় চারটি ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস) প্রকল্পের সূচনা করেন। মাণ্ডোলিতে নির্মীয়মাণ ৬৬/১১ কেভি জিআইএস গ্রিড সাব-স্টেশনটির ক্ষমতা হবে ৬৩ এমভিএ। প্রায় ৫৫.৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় দেড় লক্ষ গ্রাহক উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়েছে।

দিল্লি সরকার ও বিএসইএস যমুনা পাওয়ার লিমিটেড (বিওয়াইপিএল) যৌথভাবে চাঁদনি চকের ২৮টি ঐতিহাসিক রাস্তা ও গলিতে ঝুলন্ত তার অপসারণের বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রায় ১৫৯.৭৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫২.৫ কিলোমিটার উপরিভাগের বিদ্যুৎ লাইন ভূগর্ভস্থ করা হবে। এছাড়া ৫০০টি নতুন ফিডার পিলার, অলঙ্কৃত স্ট্রিট লাইটিং পোল স্থাপন এবং আধুনিক 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। দৈনন্দিন জীবন ও যান চলাচলে বিঘ্ন কমাতে পর্যায়ক্রমে রাতের বেলায় কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই উদ্যোগে প্রায় ১০ হাজার গ্রাহক সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি ও আবহাওয়া-জনিত বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমবে, নিরাপত্তা ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে এবং ঐতিহাসিক এলাকাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

দুই রাজ্যের পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান 'সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয়তার উপর আঘাত' : জয়রাম ঠাকুর

শিমলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): এআই ইমপ্যাক্ট সামিট মামলায় দিল্লি পুলিশের গ্রেফতারি অভিযান এবং পরবর্তী ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে দুই রাজ্যের পুলিশের মুখোমুখি অবস্থানকে "সহযোগী ফেডারালিজমের চেতনায় সরাসরি আঘাত" বলে মন্তব্য করেছেন হিমাচল প্রদেশের বিরোধী দলনেতা জয়রাম ঠাকুর। বৃহস্পতিবার ঠাকুরের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। স্মারকলিপিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট সংক্রান্ত মামলায় তিন অভিযুক্তকে দিল্লি পুলিশের গ্রেফতার এবং হিমাচল পুলিশের সঙ্গে পরবর্তী "সংঘাত"-এর বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ২০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি ও শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থার প্রধানরা অংশ নেন, যা ভারতের আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তবে তার অভিযোগ, কিছু যুব কংগ্রেস নেতা আন্তর্জাতিক এই অনুষ্ঠানে অশোভন বিক্ষোভ দেখিয়ে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করেন, যা নাকি রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্দেশে হয়েছে। ছয়বারের বিধায়ক ঠাকুর সাংবাদিকদের বলেন, দিল্লি পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল সিসিটিভি ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার (ডিভিআর) ও সংশ্লিষ্ট নথি জব্দ ও পরীক্ষা ঠেকানো। তার কথায়, ডিভিআর ফুটেজ প্রকাশ পেলে পুরো ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারত, অভিযুক্তদের সঙ্গে কারা দেখা করেছেন, কারা থাকার ব্যবস্থা করেছেন এবং কারা সহায়তা দিয়েছেন, সবই সামনে আসত। সত্য প্রকাশ পেলে সরকার সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়ে যেত। তিনি জানান, দিল্লিতে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর দিল্লি পুলিশ আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করে। ঠাকুরের দাবি, ঘটনায় জড়িত কিছু যুব কংগ্রেস নেতাকে নয়াদিল্লির হিমাচল সদনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে কক্ষ বুকিং করা হয়েছিল। তার মতে, এটি সংগঠিত রাজনৈতিক সুরক্ষার ইঙ্গিত দেয়। বিরোধী দলনেতা জানান, কিছু অভিযুক্ত হিমাচল প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছেন এই তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশ রোহরুতে পৌঁছে চানশাল ভ্যালি এলাকার একটি হোটেল থেকে সৌরভ সিং, আরভাজ ও সিদ্ধার্থ নামে তিনজনকে গ্রেফতার করে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যাদের হিমাচলের সঙ্গে স্থায়ী কোনও সম্পর্ক নেই, তারা কীভাবে সেখানে পৌঁছালেন এবং তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে রাজ্য প্রশাসন অপব্যবহৃত হয়েছে কি না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক সেমিনার। ছবি নিজস্ব।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ে সীমা চেয়ে জনস্বার্থ মামলায়
কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ব্যয়ের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপের দাবিতে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম. পাঞ্চোলির বেঞ্চ কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চেয়ে মামলাটি ছয় সপ্তাহ পরে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সালের 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট'-এর ৭৭(১) ধারায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠোর সীমা নির্ধারিত থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনও আইনি সীমা নেই। ফলে দলগুলি নির্বাচনী প্রচারে "অসীম আর্থিক সম্পদ" ব্যবহার করতে পারছে, যা প্রার্থীদের ব্যয়সীমাকে কার্যত "অকার্যকর" করে তুলছে।

অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ভূষণের মাধ্যমে দায়ের করা এই আবেদনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাধারণ কারণ জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির অনিয়ন্ত্রিত ব্যয় নির্বাচনী ফলাফল ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে বিকৃত প্রভাব ফেলছে, যা পূর্বে সংবিধান বেঞ্চের পর্যবেক্ষণেও উঠে এসেছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের "ভিত্তিপ্রস্তর"। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির নিয়ন্ত্রণহীন ব্যয় রাজনৈতিক সুযোগের সমতা নষ্ট করছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে বিকৃত করছে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইন কমিশনের ১৭০তম প্রতিবেদন এবং ২০১৫ সালে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পরামর্শ বৈঠকেও রাজনৈতিক দলের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বা সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছিল।

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, লাগামছাড়া ব্যয়ের ফলে ভারতীয় নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান "প্রেসিডেন্সিয়ালাইজেশন" দেখা যাচ্ছে, যেখানে বিপুল আর্থিক ব্যয়ে একক নেতাকে কেন্দ্র করে প্রচার গড়ে তোলা হচ্ছে যা সংবিধানে কল্পিত সংসদীয় কাঠামোর পরিপন্থী।তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের 'পলিটিক্যাল পার্টিজ, ইলেকশনস অ্যান্ড রেফারেন্ডামস অ্যাক্ট, ২০০০'-এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ব্যয়ের উপর আইনি সীমা রয়েছে এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানও আছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, অর্থশক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব "নির্বাচনী ন্যায্যতা, রাজনৈতিক সুযোগের সমতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।" তাই নির্বাচনে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

জেনেভা বৈঠকে শুল্ক সংস্কারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ তুলে ধরল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির বৈঠকের পার্শ-আয়োজনে জেনেভায় বিশেষ বাণিজ্য সেশন আয়োজন করল কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি) এবং ডব্লিউটিও-তে ভারতের স্থায়ী মিশন।বৃহস্পতিবার জারি এক সরকারি বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার আয়োজিত কর্মসূচিতে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং) নিয়ে দুটি বিশেষ সেশন হয়। সেখানে ডব্লিউটিও-র ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ)-এর আওতায় ভারতের রূপান্তরমূলক সংস্কার তুলে ধরা হয়। জুলাই ২০২৬-এ নির্ধারিত ভারতের অষ্টম ট্রেড পলিসি রিভিউ-র প্রাক্কালেও এই অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে।

প্রায় ৪০টি দেশের প্রতিনিধি-সহ ডব্লিউটিও সদস্য দেশ ও সচিবালয়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানে ভারতের অভিজ্ঞতা ও সেরা অনুশীলন নিয়ে আগ্রহের প্রতিফলন দেখা যায়।

ভারত ইতিমধ্যেই ডব্লিউটিও-র টিএফএ অঙ্গীকার পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়নের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এখন 'টিএফএ প্লাস' উদ্যোগের মাধ্যমে ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাকশন প্ল্যান (এনটিএফএপি ৩.০)-এর অধীনে ন্যূনতম শর্তের ঊর্ধে গিয়ে বৈশ্বিক সেরা অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেশনে ভারতীয় শুল্ক প্রতিনিধিদল 'হোল-অফ-গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ'-এর কথা তুলে ধরে জানায়, ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন ও প্রক্রিয়া পুনর্গঠনের মাধ্যমে 'ফেসলেস, কন্ট্যাক্টলেস ও পেপারলেস' শুল্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

সিবিআইসি তাদের দেশীয়ভাবে উন্নত স্বয়ংক্রিয় শুল্ক ব্যবস্থা, সিঙ্গল উইন্ডো ইন্টারফেস, শক্তিশালী রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএমএস) এবং অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (এইইও) কর্মসূচির কথাও তুলে ধরে।

ক্ষমতা বৃদ্ধির সেশনে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতার দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। ন্যাশনাল একাডেমি অফ কাস্টমস, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড নেকোটিক্স (নাসিন)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ও বিদেশি শুল্ক আধিকারিকদের জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার (সিআরসিএল)-এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কথাও জানানো হয়। বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (ডব্লিউসিও) নাসিন-কে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং সিআরসিএল-কে রিজিওনাল কাস্টমস ল্যাবরেটরি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২২ সাল থেকে নাসিন ৬৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এবং প্রায় ৩০টি দেশের ১,৮০০-র বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী উপকৃত হয়েছেন। ডব্লিউসিও, এডিবি-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় একাধিক প্রশিক্ষণ হয়েছে। একইভাবে, সিআরসিএল ৩০০-র বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

সিবিআইসি-র বিশেষ সচিব ও সদস্য (কাস্টমস) সুরজিৎ ভুজবাল বলেন, গত এক দশকে শুল্ক প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকীকরণ বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এবং বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে গভীর সংযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতীয় শুল্কের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে ব্যবসায়ী, শুল্ক কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ও লজিস্টিক অপারেটররা যুক্ত থাকায় নথিপত্রের ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়াকরণ সহজ হয়েছে, লেনদেন খরচ কমেছে এবং ছাড়পত্রের সময়ও কমেছে।

'৫২ সপ্তাহে ৫২ সংস্কার' উদ্যোগে রেল টেকপলিসি ও রেলওয়ে ক্লেমস ট্রাইব্যুনালের পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থা ঘোষণা বৈষ্ণবের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): '৫২ সপ্তাহে ৫২ সংস্কার' উদ্যোগের তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্কার হিসেবে রেল টেক পলিসি এবং রেলওয়ে ক্লেমস ট্রাইব্যুনালের সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

রেল টেক পলিসির লক্ষ্য উদ্ভাবক, স্টার্টআপ, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে ভারতীয় রেলপথ-এ প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। নতুন নীতিতে উদ্ভাবক নির্বাচনের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে এবং চালু হচ্ছে একটি নিবেদিত 'রেল টেক পোর্টাল', যা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও এন্ড-টু-এন্ড পদ্ধতিতে কাজ করবে।

মন্ত্রী জানান, আগের কঠোর স্পেসিফিকেশন-ভিত্তিক ভেন্ডর নির্বাচনের জটিল পদ্ধতি থেকে সরে এসে এখন পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও সফল প্রযুক্তি দ্রুত গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হবে। স্কেল-আপ অনুদান তিন গুণেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রোটোটাইপ উন্নয়ন ও ট্রায়ালের সর্বোচ্চ অনুদান দ্বিগুণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছেএআই-ভিত্তিক হাতি অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, কোচে অগ্নি শনাক্তকরণ, ড্রোনের মাধ্যমে ভাঙা রেললাইন সনাক্তকরণ, রেল স্ট্রেস মনিটরিং, পার্সেল ভ্যানে সেন্সর-ভিত্তিক লোড গণনা, কোচে সৌর প্যানেল, এআই-ভিত্তিক কোচ পরিষ্কার মনিটরিং, কুয়াশায় বাধা শনাক্তকরণ এবং এআই-ভিত্তিক পেনশন ও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।

বৈষ্ণব জানান, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আইডেক্স উদ্যোগ, ইলেকট্রনিক্স ও আইটি মন্ত্রকের স্টার্টআপ কাঠামো এবং টেলিকম খাতের উদ্ভাবন নীতির মডেল পর্যালোচনা করেই এই নীতি তৈরি হয়েছে। কোনও স্টার্টআপ কার্যকর প্রযুক্তিগত সমাধান প্রস্তাব করলে রেলওয়ে উন্নয়ন ব্যয়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা দেবে। প্রকল্প সফল হলে দীর্ঘমেয়াদি অর্ডার দিয়ে তা বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়ন করা হবে।

এছাড়া চতুর্থ সংস্কার হিসেবে রেলওয়ে ক্লেমস ট্রাইব্যুনালের সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তরের ঘোষণা করা হয়েছে। ই-আরসিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে দাবি দাখিল, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড ও এআই-সক্ষম হবে।

বর্তমানে দেশে ২৩টি আরসিটি বেঞ্চ রয়েছে। দুর্ঘটনা বা অন্য ঘটনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এখতিয়ার নির্ধারণ ও দাবি দাখিল করতে যাত্রীদের ভোগান্তি হয়। নতুন ব্যবস্থায় দেশের যেকোনও প্রান্ত থেকে ই-ফাইলিং করা যাবে এবং মামলার অগ্রগতি অনলাইনে জানা যাবে। আগামী ১২ মাসের মধ্যে সব বেঞ্চ সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।তিনি ইঙ্গিত দেন, এই মডেল সফল হলে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-সহ অন্যান্য ট্রাইব্যুনালেও একই ধরনের ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে।এতদিন দাবিদার ও আইনজীবীদের মামলার নথি জমা ও অগ্রগতি জানতে ট্রাইব্যুনালে সরাসরি উপস্থিত হতে হত। নতুন ব্যবস্থায় সেই জটিলতা ও সময়ক্ষেপণ কমবে এবং বিচার প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নাগরিক-বান্ধব হবে বলে রেলমন্ত্রীর দাবি।

'মিয়া' মন্তব্য বিতর্কে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নোটিস গৌহাটি হাইকোর্টের

গুয়াহাটি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): 'মিয়া' মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের জেরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-কে নোটিস জারি করল গৌহাটি হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার একাধিক আবেদনের শুনানিতে আদালত এই নির্দেশ দেয়।

প্রধান বিচারপতি অশুতোষ কুমার এবং বিচারপতি অরুণ দেব চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ দীর্ঘক্ষণ শুনানি শেষে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ছাড়াও কেন্দ্র ও অসম সরকারকে জবাবদিহির নির্দেশ দেয়। আদালত জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অসম সরকারের পক্ষে নোটিস গ্রহণ করা হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী শর্মার উদ্দেশে পৃথকভাবে আনুষ্ঠানিক নোটিস জারি করা হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি এপ্রিল মাসে নির্ধারিত হয়েছে।

শুনানির সময় বেঞ্চ মন্তব্য করে, আবেদনকারীদের উদ্ধৃত কিছু বক্তব্যে 'বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা' প্রতিফলিত হচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির ব্যাখ্যা শুনেই আদালত চূড়ান্ত মত গঠন করবে।

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করে প্রবীণ আইনজীবী সি. ইউ. সিং অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী শর্মা একাধিক ভাষণে 'ডগ হুইসলিং'-এর আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর দাবি, শর্মা মন্তব্য করেছিলেন যে 'মিয়া' মুসলিমদের অসমে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয় এবং তারা চাইলে বাংলাদেশে ভোট দিতে পারে। এছাড়া 'মিয়া' মুসলিম ভোট 'চুরি' করা এবং বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন বলে অভিযোগ ওঠে।

আদালত জানায়, কোনও বক্তব্যকে আলাদা করে দেখলে চলবে না; সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, "আপনারা যা দেখাচ্ছেন, তাতে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ওঁরা কী বলছেন, তা দেখা যাক।"

আবেদনগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৭ জানুয়ারি এক ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, চার থেকে পাঁচ লক্ষ 'মিয়া' ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং তিনি ও তাঁর দল 'সরাসরি মিয়াদের বিরুদ্ধে'। অসমে 'মিয়া' শব্দটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অবমাননাকর বলে ব্যাপকভাবে বিবেচিত।

এছাড়াও, ৭ ফেব্রুয়ারি বিজেপির অসম শাখার তরফে শেয়ার করা একটি ভিডিওর উল্লেখ রয়েছে আবেদনে। অভিযোগ, সেই ভিডিওতে মুখ্যমন্ত্রী শর্মাকে দুই মুসলিম ব্যক্তির অ্যানিমেটেড ছবির দিকে গুলি চালাতে দেখা যায় এবং তাতে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শট' ও 'নো মার্সি'-র মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এই মামলাগুলি দায়ের করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), বিশিষ্ট অসমিয়া চিন্তাবিদ হিরেন গোহাইন-সহ আরও কয়েকজন।

এর আগে বিষয়টি নিয়ে করা আবেদন শুনতে অস্বীকার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট এবং আবেদনকারীদের হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

আবেদনকারীদের পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, সি. ইউ. সিং এবং মীনাক্ষী অরোরা।

পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে ৮৭১ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে বড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় রেলপথ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব রেল জোন জুড়ে মোট ৮৭১ কোটি টাকার একাধিক কৌশলগত প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উচ্চ-ঘনত্ব করিডরের জট কমানো, অপারেশনাল বাধা দূর করা এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সক্ষমতা বৃদ্ধিএই লক্ষ্য নিয়েই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর স্টেশনে (পর্যায়-১) কোচ রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়নে ১৭৪.২৬৪৪ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। আধুনিক রোলিং স্টক, বিশেষ করে এলএইচবি ও বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা উন্নত করার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ এটি।

অনুমোদিত কাজের মধ্যে রয়েছে ৬০০ মিটার দীর্ঘ দুটি ওয়াশিং লাইন, ৬৫০ মিটার দীর্ঘ তিনটি স্টেবলিং লাইন, দুটি পিট লাইন, একটি হুইল লেদ লাইন এবং ৬৫০ মিটার দীর্ঘ ইঞ্জিন এস্কেপ লাইন নির্মাণ। এছাড়া ১২০ মিটার বাই ২৪ মিটার আয়তনের একটি 'সিক লাইন শেড' গড়ে তোলা হবে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি চালু হলে দৈনিক গড়ে আরও ছয়টি রেক রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা তৈরি হবে। ফলে অপারেশনাল দক্ষতা বাড়বে এবং অঞ্চলে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।এছাড়া বিকানের অঞ্চলে বন্দে ভারত ও এলএইচবি পরিষেবা বৃদ্ধির ফলে রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা মেটাতে লালগড় (পর্যায়-২)-এ ১৩৯.৬৮২০ কোটি টাকার কোচ মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটি সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় ৬০০ মিটার ওয়াশিং লাইন, চারটি ওয়াশিং লাইনের উপর আবৃত শেড, ১২০ মিটার বাই ১৬ মিটার সিক লাইনের সম্প্রসারণ এবং ১,০০০ বর্গমিটার সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ হবে। পাশাপাশি ওয়াশিং লাইনের উপর রিট্র্যাকটেবল ওএইচই, দুটি সিঙ্ক্রোনাইজড কোচ লিফটিং সিস্টেম, দুটি অটোমেটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং দুটি ২৫ টন ইওটি ক্রেন বসানো হবে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এর ফলে বন্দে ভারত ট্রেনসেট-সহ অন্যান্য রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণ আরও নির্ভরযোগ্য ও দ্রুততর হবে, যা যাত্রী পরিষেবার মান উন্নত করবে।কেরলে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ রেলওয়ে-এর আওতায় ২১.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ তুরাভুর—মারারিকুলাম রেলপথ দ্বিগুণ করার প্রকল্পে ৪৫০.৫৯ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ এরনাকুলাম—আলাপ্পুঝা—কায়ঙ্কুলাম করিডরের অন্তর্গত, যেখানে বিপুল যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ হয়।এই প্রকল্প কোচিন বন্দর-সংযুক্ত পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকেও আরও গতিশীল করবে বলে জানানো হয়েছে।অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব রেলওয়ে-এর অধীনে আসানসোল এলাকায় অপারেশনাল জট কমাতে ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কালিপাহাড়ি বাইপাস লাইন নির্মাণে ১০৭.১০ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও পূর্ব রেলের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলিকে ইঞ্জিন রিভার্সালের জন্য আসানসোল ইয়ার্ডে ঢুকতে হয়, ফলে জট ও বিলম্ব সৃষ্টি হয়। নতুন বাইপাস লাইন চালু হলে সরাসরি সংযোগ তৈরি হবে এবং ইঞ্জিন রিভার্সালের প্রয়োজন থাকবে না বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

'আক্রমণকারীদের নায়ক মানার জায়গা নেই': শিবাজি-টিপু তুলনায় কড়া সুর ফডনবিসের

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ও টিপু সুলতানের তুলনা ঘিরে বিতর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, "আক্রমণকারীদের নায়ক হিসেবে মানার কোনও জায়গা নেই," এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তোলেন।

কংগ্রেসের মহারাষ্ট্র প্রদেশ সভাপতি হর্ষবর্ধন সাপকাল-এর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ফডনবিস এই প্রতিক্রিয়া দেন। সাপকালের বক্তব্য ছিল, টিপু সুলতানকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের সমমর্যাদায় বিবেচনা করা উচিত। এ নিয়ে জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই দেশের প্রকৃত ইতিহাস সঠিকভাবে পড়ানো হয়নি। আমরা দেশপ্রেমিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু যারা আক্রমণকারী ও দেশবিরোধীদের নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব।"

বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্কের জবাবে তিনি স্পষ্ট করেন, টিপু সুলতান 'ভাল না খারাপ শাসক' ছিলেনএটি মূল প্রশ্ন নয়; আপত্তি হল তাঁকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ-এর সমকক্ষ হিসেবে তুলে ধরা। ফডনবিসের দাবি, "বছরের পর বছর ইতিহাসকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে টিপু সুলতানকে মহান রাজা হিসেবে শেখানো হয়, অথচ তাঁর শাসনকালে বহু হিন্দু ও নায়ার সম্প্রদায়ের মানুষের হত্যার বিষয়টি আড়াল করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, টিপুর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম নয়।মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনের প্রসঙ্গও তোলেন। তাঁর বক্তব্য, অতীতে মুঘল ইতিহাসের জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ থাকলেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে এনসিইআরটি বইয়ে মারাঠা ইতিহাস ও শিবাজি মহারাজের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন, "সঠিক সময়ে সঠিক ইতিহাস পড়ানো হলে কেউ ঔরঙ্গজেবকে নায়ক ভাবত না।"ফডনবিস বলেন, শিবাজি মহারাজ 'স্বরাজ'-এর জন্য লড়াই করেছিলেন, যা মহারাষ্ট্রের গৌরব। অন্যদিকে, টিপু সুলতানকে একই মর্যাদায় তুলে ধরার প্রচেষ্টা মানুষের আবেগে আঘাত করেছে এবং পুনে ও মুম্বইয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পেছনে এই বিতর্ক ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি করেন তিনি।গৃহমন্ত্রী হিসেবেও তিনি সতর্ক করেন, ইতিহাসের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেয় এমন কোনও 'গৌরবকীর্তন' সরকার বরদাস্ত করবে না।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছবি নিজস্ব।

বিদেশ সংবাদ

সামরিক কুচকাওয়াজে 'ভয়াবহ' পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি কিম জং-উনের

সিউল, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তার দেশের বিরুদ্ধে কোনও শত্রুভাবাপন্ন সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে ''ভয়াবহ প্রতিশোধমূলক হামলা'' চালানো হবে। শাসক দলের গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত এক সামরিক কুচকাওয়াজে তিনি এ মন্তব্য করেন বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। বুধবার পিয়ংইয়ংয়ের কিম ইল সুং স্কয়ার-এ রাতে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে ভাষণ দেন কিম। একই দিনে শাসক দল কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে বলে জানায় কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)।

কেসিএনএ-প্রচারিত ভাষণে কিম বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তিনি আরও বলেন, যে মুহূর্তে কোনও শক্তি আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা স্বার্থে আঘাত হানতে শত্রুতামূলক সামরিক পদক্ষেপ নেবে, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ প্রতিশোধমূলক হামলা চালাবে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির উল্লেখ করে কিম বলেন, রাষ্ট্র ও জনগণের অস্তিত্ব ও উন্নয়নের অধিকার রক্ষা করা তার সরকারের সর্বোচ্চ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া আর কেউ পালন করতে পারবে না।

কেসিএনএ প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, কিমের পাশে তার কন্যা জু-এ যাকে অনেকেই সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে মনে করছেন এবং স্ত্রী রি সোল-জু সহ শীর্ষ কর্মকর্তারা দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন।

তবে প্রকাশিত ছবিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থা, যেমন গত অক্টোবরে উন্মোচিত হোয়াসং-২০ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, প্রদর্শিত হয়নি। এতে ধারণা করা হচ্ছে, এবারের কুচকাওয়াজে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কেসিএনএ জানায়, কুচকাওয়াজে বিমান কসরত এবং ৫০টি পদাতিক বাহিনীর কন্টিনজেন্ট অংশ নেয়। এর মধ্যে বিদেশি অভিযানে ও প্রকৌশল ইউনিটও ছিল, যাদের ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়াকে সহায়তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

শাসক দল ওয়ার্কার্স পার্টির নবম কংগ্রেস গত বৃহস্পতিবার শুরু হয়, যেখানে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কূটনীতি, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানায় ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি।

নীতিপর্যালোচনা অধিবেশনে কিম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তার দেশের বিরুদ্ধে ''শত্রুতামূলক নীতি'' প্রত্যাহার করে, তবে পিয়ংইয়ংয়ের ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আপত্তি নেই। তবে সিউলের সংলাপ প্রস্তাবকে তিনি ''প্রতারণামূলক'' বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমে 'ভীতিকর প্রভাব' নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সতর্কবার্তা, হয়রানি বন্ধের আহ্বান

ইসলামাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অবনতির অভিযোগ তুলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ-এর কাছে চিঠি দিয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংগঠন। তারা দেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। যৌথ চিঠিতে সাংবাদিকদের সুরক্ষা কমিটি (সিপিজে)-সহ ১৭টি সংগঠন উল্লেখ করে, সাম্প্রতিক আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতাসব মিলিয়ে পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের পরিবেশ ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। সংগঠনগুলো পাকিস্তান সরকারকে সংবিধান ও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)- এর অধীনে দায়বদ্ধতা পালনের আহ্বান জানায়। উভয় কাঠামোতেই মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং সাংবাদিকদের সহিংসতা, ভয়ভীতি ও বেআইনি হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

স্বাক্ষরকারীরা বলেন, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত ২৭তম সাংবিধানিক সংশোধনের পর থেকে পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, এই সংশোধনের মাধ্যমে ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট (এফসিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা সংবাদমাধ্যম-সংক্রান্ত হামলার মামলায় বিচারিক তদারকি ও জবাবদিহিতা দুর্বল হওয়ার সঙ্গে মিলেছে। সাংবাদিকদের সুরক্ষা জোরদার হওয়ার বদলে স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ আরও সীমিত ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। উচ্চপ্রোফাইল হত্যা মামলায় বিচারিক নিষ্ক্রিয়তা দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, সংশোধনের পর সাংবাদিকরা বাড়তি আইনি হয়রানি, ভয়ভীতি, নজরদারি, নিয়ন্ত্রক তদন্ত এবং হুমকির মুখে পড়ছেন, যা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর 'ভীতিকর প্রভাব' ফেলছে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধে জবাবদিহিতার অভাব তাদের ঝুঁকি আরও বাড়াচ্ছে।

বিদেশে বসবাসরত পাকিস্তানি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ও সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, বিদেশে অবস্থানরত সাংবাদিকদের টার্গেট করা জাতীয় সীমানার বাইরেও সংবাদমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ বিস্তারের শামিল এবং এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় দমননীতির উদাহরণ।

পাকিস্তানে বসবাসরত আফগান সাংবাদিকদের সাম্প্রতিক আটক ও বহিষ্কারের ঘটনাও নিন্দা জানায় সংগঠনগুলো। তারা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের বহিষ্কার অবিলম্বে বন্ধ এবং সাংবাদিকতার কারণে বাস্তব হুমকির মুখে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 'নন-রিফাউলমেন্ট' নীতি মেনে চলার আহ্বান জানায়। এছাড়া ইলেকট্রনিক অপরাধ প্রতিরোধ আইন ২০১৬ (পেকা) এবং এর ২০২৫ সালের সংশোধনীগুলি অবিলম্বে বাতিল বা ব্যাপকভাবে সংশোধনের দাবি জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, পেকার অস্পষ্ট ধারাগুলি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর বৈধ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সাংবাদিক, স্বাধীন গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো এফআইআর, গ্রেফতার ও মামলা করার সুযোগ দিচ্ছে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এগুলি সংশোধন করে সাংবাদিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও জনগণের তথ্য জানার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে।

মার্চে সোমালিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে পড়বে: জাতিসংঘের সতর্কবার্তা

জাতিসংঘ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সোমালিয়ার প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশমার্চ মাস পর্যন্ত সংকটজনক মাত্রার খাদ্যসংকটে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। জানুয়ারির তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৭ লাখ। বুধবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-এর জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া বিভাগের পরিচালক রস স্মিথ জানান, মঙ্গলবার প্রকাশিত সোমালিয়া সংক্রান্ত সর্বশেষ ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) রিপোর্টে আশঙ্কা নিশ্চিত হয়েছে যে দেশটির মানবিক পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি ঘটেছে। তিনি বলেন, এই ৬৫ লাখ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০ লাখ নারী ও শিশু তীব্র খাদ্যসংকটে পড়বে। পাশাপাশি ২০২৬ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী ১৮ লাখেরও বেশি শিশু তীব্র অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

স্মিথ জানান, সোমালিয়া বর্তমানে এক জটিল খাদ্যসংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পরপর দুই মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়া, চলমান সংঘাত ও নিরাপত্তাহীনতা, এবং খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে হাজার হাজার মানুষের বাস্তুচ্যুতি পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেন, সোমালিয়ায় কার্যরত সংস্থাগুলি ডব্লিউএফপি-সহ তীব্র অর্থসংকটে ভুগছে। জরুরি তহবিল না পেলে জীবনরক্ষাকারী খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা কমাতে বাধ্য হবে সংস্থাটি এবং অচিরেই তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর জরুরি ও সহনশীলতা দপ্তরের পরিচালক রেইন পলসেন সোমালিয়ার কৃষিখাতে খরার বিধ্বংসী প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো ব্যাপক ফসল ও গবাদিপশুর ক্ষতি, পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতি। পলসেন জানান, খরার কারণে ১৯৯৫ থেকে ২০২৫ সালের দীর্ঘমেয়াদি গড়ের তুলনায় দেশের সর্বশেষ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন ৮৩ শতাংশ কম হয়েছে। একই সঙ্গে গবাদিপশুর জন্মহারও কমে গেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, জীবনরক্ষাকারী সহায়তা জরুরি ভিত্তিতে বাড়ানো এবং গ্রামীণ কৃষক ও পশুপালনভিত্তিক জীবিকা ভেঙে পড়া ঠেকাতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও সেবাবঞ্চিত ১০ লাখ গ্রামীণ মানুষের সহায়তায় এফএও-র ৮৫ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। তবে এখন পর্যন্ত সংস্থাটির হাতে এসেছে মাত্র ৬ মিলিয়ন ডলার।

লজ্জাজনক হামলার জবাব পেতেই হবে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি তালিবানের

কাবুল, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আফগানিস্তানে বিমান হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে একে ''লজ্জাজনক কাজ'' আখ্যা দিয়েছে তালিবান। একই সঙ্গে ইসলামাবাদকে এর সামরিক জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

তালিবান-এর মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আল আরাবিয়া ইংরেজিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, স্বাভাবিকভাবেই এর সামরিক জবাব হবে। তবে তার বিস্তারিত গোপনীয়, আমি এর বেশি কিছু বলতে পারব না। পাকিস্তানকে তার লজ্জাজনক কাজের জবাব পেতেই হবে।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নানগারহার ও পাকতিকা প্রদেশের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় প্রাণঘাতী বিমান হামলা চালায়, যাতে বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। অন্যদিকে ইসলামাবাদের দাবি, তারা পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে এই অভিযান চালিয়েছে।

মুজাহিদ বলেন, নানগারহারে ২২ সদস্যের একটি পরিবার হামলার শিকার হয়, যার মধ্যে ১৭ জন নিহত এবং পাঁচজন আহত হন। একটি স্কুলে হামলার ফলে এক শিশু আহত হয়েছে এবং একাধিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

তার কথায়, সেখানে কোনও সশস্ত্র ব্যক্তি ছিল না। শুধুমাত্র বেসামরিক লোকজন হতাহত হয়েছে এবং বেসামরিক এলাকাকেই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। পাকিস্তানের এই অভিযোগও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন যে আফগান ভূখণ্ড প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজাহিদ বলেন, দুঃখজনকভাবে পাকিস্তানে যখনই কোনও হামলা হয়, প্রমাণ ছাড়াই তারা সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের ওপর দোষ চাপায়। আমরা এটি প্রত্যাখ্যান করছি। আফগান মাটি কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না।

তিনি দাবি করেন, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র আফগানিস্তানে কোনও উপস্থিতি নেই এবং গোষ্ঠীটি মূলত পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই সক্রিয়। এগুলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। টিটিপি পাকিস্তানের ভেতরেই বড় এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের আফগান ভূখণ্ডের প্রয়োজন নেই, আর আমরা তা হতে দেবও না, বলেন তিনি।

মুজাহিদ আরও অভিযোগ করেন, নিজেদের দাবির পক্ষে পাকিস্তান কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেনি এবং আইএসআইএস দমনের পরিবর্তে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। এদিকে, ২৪ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ) জানায়, পাকিস্তানের বিমান হামলায় অন্তত ১৩ জন, যার মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে, নিহত হয়েছেন।

আফগানিস্তানের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম খামা প্রেস জানায়, ২১—২২ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে নানগারহারের বাহসুদ ও খোগিয়ানি জেলায় বিমান হামলায় ১৩ জন নিহত এবং সাতজন আহত হন। পাকতিকার বারমাল জেলায় একটি স্কুল ও একটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ওরগুন জেলায় একটি বাড়ি ধ্বংস হয়। ইউএনএএমএ পাকিস্তানের এই বিমান হামলার নিন্দা জানিয়ে সব পক্ষকে অবিলম্বে শত্রুতামূলক কার্যক্রম বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি না হয়। পাশাপাশি স্বচ্ছ তদন্ত, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছে সংস্থাটি।

যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড জালিয়াতির মামলার সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে, বিপাকে ক্ষুদ্র ব্যবসা

ওয়াশিংটন, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সিনেটর সতর্ক করেছেন, কংগ্রেস দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর পদক্ষেপ না নিলে মহামারি চলাকালীন ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য বরাদ্দ তহবিলের সন্দেহভাজন কয়েক বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি শাস্তি ছাড়াই থেকে যেতে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে হাজার হাজার রেস্তোরাঁ ও আতিথেয়তা খাতের উদ্যোক্তার উপর, যাদের মধ্যে বহু ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী রয়েছেন। বুধবার (স্থানীয় সময়) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট-এর ক্ষুদ্র ব্যবসা ও উদ্যোক্তা বিষয়ক শুনানিতে সিনেটর জনি আর্নস্ট বলেন, দুর্বল তদারকি এবং তড়িঘড়ি কোভিড ত্রাণ বিতরণের ফলে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, "প্রতারকরা" করদাতাদের প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে থাকতে পারে। তাঁর কথায়, আর মাত্র এক মাসের একটু বেশি সময়ের মধ্যেই এসব এসবিএ কোভিড ত্রাণ কর্মসূচির সুযোগ নেওয়া বহু প্রতারকের বিরুদ্ধে আর মামলা করা যাবে না। শুনানিতে বিশেষভাবে আলোচনায় ছিল রেস্তোরাঁ পুনরুজ্জীবন তহবিল (আরআরএফ) এবং শাটারড ভেন্যু অপারেটরদের অনুদান (এসভিওজি) কর্মসূচি, যা লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাগুলিকে সহায়তার জন্য চালু হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে রেস্তোরাঁ, আতিথেয়তা এবং ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসা খাতে ভারতীয়-আমেরিকানদের বড় উপস্থিতি রয়েছেযেসব খাত এই ত্রাণের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসন (এসবিএ)-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল উইলিয়াম কার্ক, আইনপ্রণেতাদের জানান যে সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে সব বকেয়া মামলার তদন্ত শেষ করা "কোনওভাবেই সম্ভব নয়"। তিনি স্বীকার করেন, আরআরএফ ও এসভিওজি তদন্তে এসবিএ ওআইজি-এর কাজ "প্রত্যাশার তুলনায় হতাশাজনক"। বর্তমানে হাতে "গুটিকয়েক তদন্ত" রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি "লজ্জাজনকভাবে কম"। সময়সীমা পেরিয়ে গেলে চলমান তদন্তও ভেস্তে যেতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। তাঁর ভাষায়, আমার ধারণা, সেক্ষেত্রে আমাদের এই কাজ সবই বিফলে যাবে। সিনেটর আর্নস্ট সময়সীমা ১০ বছরে বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন, যাতে অন্যান্য কোভিড ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। বিলটি ইতিমধ্যেই প্রতিনিধি পরিষদে পাস হয়েছে এবং বর্তমানে সিনেটে বিবেচনাধীন।

মহামারী প্রতিক্রিয়া জবাবদিহিতা কমিটি নির্বাহী (পিএআরসি) পরিচালক কেন ডাইফেনবাখ, বলেন অতিরিক্ত সময় পেলে আরও ফল মিলবে। তিনি বলেন, অতিরিক্ত সময় পেলে আমরা আরও দুর্বৃত্তকে শনাক্ত করতে পারব, আরও ক্ষতির হিসাব বের হবে, যার ফলে আরও দণ্ড ও গ্রেফতার সম্ভব হবে। ডিফেনবাখ একটি নতুন "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমর্থিত জালিয়াতি প্রতিরোধ ইঞ্জিন"-এর কথাও তুলে ধরেন, যা অর্থ ছাড়ের আগেই আবেদনপত্রে অস্বাভাবিকতা, প্রবণতা, ধরণ এবং গোপন যোগসূত্র শনাক্ত করতে পারে। তাঁর দাবি, যদি ২০২০ সালের মার্চে এই ব্যবস্থা থাকত, তবে অন্তত কয়েক দশ বিলিয়ন ডলারের ভুয়ো দাবিকে আগেই চিহ্নিত করা যেত।

বরিশালে টানা তিন দিন আদালত অচল, চরম দুর্ভোগে বিচারপ্রার্থীরা

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বাংলাদেশে বরিশাল জেলায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে গ্রেফতার এবং ১২ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে টানা তিন দিন আদালতের কার্যক্রম স্থগিত থাকায় বিচারপ্রার্থীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

জেলা ও দায়রা জজ আদালত-সহ সব আদালতে বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বৃহস্পতিবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণে আসা বহু বিচারপ্রার্থী কোনও অগ্রগতি ছাড়াই ফিরে যান। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিচারপ্রার্থীদের একজন সবুজ হাওলাদারকে দুপুর পর্যন্ত এক আদালত কক্ষ থেকে আরেকটিতে ঘুরতে দেখা যায়, হাতে মামলার নথিপত্র নিয়ে। আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে তিন মাস ১০ দিন আগে আকবর আলী হাওলাদার-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে অভিযুক্ত আকবর আলী জামিনে রয়েছেন বলে জানায় দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার। সবুজ বলেন, জামিনের জন্য আমরা হাইকোর্টে গেলে আদালত নিম্ন আদালতে আবেদন করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু গত তিন দিন ধরে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমি জামিনের আবেদন জমা দিতে পারছি না। তিনি আরও জানান, জামিন আবেদনের সময়সীমা আগামী রবিবার শেষ হচ্ছে। শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবারই কার্যত শেষ কর্মদিবস ছিল। কিন্তু আদালত বন্ধ থাকায় আমি গভীর উদ্বেগে আছি, বলেন তিনি। আইনজীবীদের সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দ্রুত বিচার আইনে বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকন-সহ ১১ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আদালত কক্ষে ভাঙচুর ও বিচারককে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে লিংকনের নেতৃত্বে আন্দোলনরত একদল আইনজীবী অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কক্ষে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার মামলাটি দায়ের করেন। এরপর সাদিকুর রহমান লিংকনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভরত আইনজীবীরা তার অবিলম্বে জামিনে মুক্তির দাবি জানান এবং দিনের মধ্যে মুক্তি না দিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রাখার হুমকি দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিক্ষোভকারী আইনজীবী বলেন, বরিশালজুড়ে ৭২ ঘণ্টা ধরে বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ। বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন, কিন্তু যখন আইনজীবীরাই অন্যায়ের শিকার, তখন আমাদের কিছু করার থাকে না। তিনি সতর্ক করে বলেন, "মিথ্যা মামলা" প্রত্যাহার এবং আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে জামিন না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

চীনা সেনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন মার্কিন বিমানবাহিনীর পাইলট

ওয়াশিংটন, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান চালানোর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক প্রাক্তন মার্কিন বিমানবাহিনী কর্মকর্তা চীনা সামরিক পাইলটদের অনুমতি ছাড়া প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন বিচার দফতর।

৬৫ বছর বয়সি জেরাল্ড এডি ব্রাউন জুনিয়র, যিনি "রানার" কল-সাইন নামেও পরিচিত, তাকে ইন্ডিয়ানার জেফারসনভিলে গ্রেফতার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানায়, অস্ত্র রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে চীনা সামরিক পাইলটদের প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) ইন্ডিয়ানার সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের সামনে তাকে হাজির করা হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জন এ. আইজেনবার্গ বলেন, মার্কিন বিমানবাহিনী মেজর ব্রাউনকে একজন দক্ষ যুদ্ধবিমান পাইলট হিসেবে গড়ে তুলেছিল এবং দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করেছিল। এখন তার বিরুদ্ধেই চীনা সামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিনি আরও বলেন, সামরিক বা বেসামরিক যে কোনও মার্কিন ব্যক্তি বিদেশি সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে চাইলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্স প্রয়োজন। লাইসেন্স ছাড়া এ ধরনের কার্যকলাপ বেআইনি। জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ আমাদের সামরিক সক্ষমতা রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর কাউন্টারইন্টেলিজেন্স ও গুপ্তচরবৃত্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক রোমান রোজাভস্কি বলেন, ব্রাউন, যিনি একসময় এফ-৩৫ লাইটনিং দুই-এর প্রশিক্ষক পাইলট ছিলেন, নিজ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই চীনা পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, চীনা সরকার মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সামরিক শক্তি আধুনিকীকরণ করছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ব্রাউন চীনা বিমানবাহিনীর পাইলটদের যুদ্ধবিমান চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণ আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার আওতায় 'প্রতিরক্ষা পরিষেবা' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। কিন্তু মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরেট অব ডিফেন্স ট্রেড কন্ট্রোলস থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স তার ছিল না বলে অভিযোগ ফেডারেল কেঁসুলিদের।

বৃহস্পতিবার পুর নিগমের ৫নং ওয়ার্ডের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মানবিক গল্পের পরবাসী ত্রিপুরায় শুভমুক্তি আজ

আগরতলা: ২৬ ফেব্রুয়ারি :১৯৬০-এর অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে মানবিক গল্প বলছে ‘পরবাসী’। ১৯৬০ সালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাকে পটভূমি করে ত্রিপুরায় নির্মিত নতুন বাংলা ছবি ”পরবাসী ” দর্শকের সামনে তুলে ধরেছে ভিটে ছাড়া মানুষের যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ ও ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার এক মানবিক আখ্যান। ছবিটি পরিচালনা করেছেন এফ টি আই থেকে গ্রাজুয়েট ত্রিপুরার ভূমি পুত্র মনেট রায় সাহা। ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্রামের এক শিক্ষক নিমাই মাস্টারের পরিবারকে কেন্দ্র করে, যারা দেশভাগ-পরবর্তী দাঙ্গা ও উচ্ছেদের শিকার। নিজ ভূমি ছেড়ে অজানা অচেনা ত্রিপুরায় পালিয়ে আসা সেই পরিবারের কন্যা অসীমা নানা পরিস্থিতির কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আশ্রয় নেয় অন্য দেশের এক পরিবারে। প্রশ্ন থেকেই যায়অসীমা কি শেষ পর্যন্ত তার নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে? এই আবেগঘন প্রশ্নকে ঘিরেই এগিয়ে চলে ছবির কাহিনি। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন লোকনাথ দে, কিঞ্জল নন্দ, স্বাতী মুখার্জি, দেবপ্রতিম দাসগুপ্ত ,সবুজ বর্ধন, আঁখি ঘোষ (কলকাতা), রঞ্জিতা বরোয়া (গুয়াহাটি), সঞ্জয় কর, রুহি দেববর্মা, সুপ্রীতি ঘোষ, রুমা দেববর্মা , বিনোদ দেববর্মা , অজয় ত্রিপুরা সহ ত্রিপুরার অনেক গুণী শিল্পী। ছবিটির একটি বড় অংশের শুটিং হয়েছে ত্রিপুরায়। সেখানকার মোহময়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছবির বাস্তবতাকে আরও দৃঢ় করেছে। দৃশ্যগ্রহণে নদী, গ্রাম ও পাহাড়ি প্রেক্ষাপট দর্শককে মুগ্ধ করবে।ছবিটি প্রযোজনা করেছে পূর্ব দিগন্ত ফিল্ম প্রোডাকশন।ছবির কাহিনীকার ও প্রযোজক অনিল দেবনাথ। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন অমিত চ্যাটার্জি, চিত্রগ্রাহক জয়েস নায়ার। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শান, ইমন চক্রবর্তী, দূর্নিবার সাহা , মেখলা দাসগুপ্ত ও ইকশিতা। সম্প্রতি আগরতলায় জাঁকজমক পূর্ণ এক অনুষ্ঠানে ছবিটির ট্রেইলার প্রকাশ অনুষ্ঠিত হয় সুকান্ত একাডেমিতে। , যেখানে উপস্থিত ছিলেন ছবির শিল্পী , সঙ্গীত শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও কলাকুশলীরা। এক ঘণ্টা চুয়াল্লিশ মিনিটের এই ছবি কোনও ঝাঁ-চকচকে রোমান্টিক বিনোদন নয়, বরং এটি একটি নিখাদ গল্প ও শক্তিশালী অভিনয়ের নিদর্শন। যারা অর্থবহ ও মানবিক গল্পের সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য ‘পরবাসী’ নিঃসন্দেহে একটি দেখার মতো ছবি। আজ ” পরবাসী ” আগরতলায় রূপসী মাল্টিপ্লেক্সে ও বলাকা হলে এবং খোয়াই, ধর্মনগর সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে।আশকরা হচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষ পূর্ব পুরুষদের ইতিহাসের এক চিত্ররূপ দেখতে এই ছবিটি হলে গিয়ে দেখবেন।

PNIeT No. e-PT-XLIII/EE/RD/STB/2025-26, Dated-20/02/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura 'The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 2.00 P.M. on 05/03/2026 for Empanelment of Vendors for Supply of Paver Block & Sand for various worksites under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in_and contact at M-9774388810. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-4549/26

সন্ধান চাই

Ref:- Sidhai PS GD Entry No. 20 dated 22.02.2026.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মনিকা সূত্রধর, স্বামী স্ত্রী বিশ্বজিত সূত্রধর, সাং- আড়ালিয়া, থানা পূর্ব আগরতলা, বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রং- ফর্সা এবং পরনে ছিল- হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। গত ১০- ০২- ২০২৬ ইং দিনের বেলা কোন এক সময় নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত শ্রীমতি মনিকা সূত্রধর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল -৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) সিধাই থানা- ০৩৮১-২৩৪-৩২২২/ ৭০৮৫২৬০৭৭৭

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-2053/26

রাজ্যসভা ভোটে কৌশল জোরদার মহাগঠবন্ধনের ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত

পাটনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিহারে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াল মহাগঠবন্ধন। প্রার্থী চূড়ান্ত করা এবং নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে জোরালো পরামর্শ ও অভ্যন্তরীণ বৈঠক শুরু হয়েছে।বিধানসভায় নিজের কক্ষে জোটের শরিক দলগুলির নেতা ও বিধায়কদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। সূত্রের খবর, রাজ্যসভা নির্বাচনে একটি অভিন্ন প্রার্থী দেয়ার কৌশল নিয়েই শরিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন তিনি। মহাগঠবন্ধনের সংখ্যাগত শক্তি খতিয়ে দেখে ঐকমত্য গড়ে তোলা এবং যৌথ প্রার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করাই এই বৈঠকগুলির মূল লক্ষ্য। কংগ্রেস ও বাম দলগুলির বিধায়কদের সঙ্গে নির্বাচনী অঙ্ক ও সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত মিলছে, একটি ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে জোটের অন্দরে বিস্তৃত ঐকমত্য তৈরি হচ্ছে। এতে বিরোধী শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ বার্তা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।জোটের প্রবীণ নেতা আই.পি. গুপ্তা জানিয়েছেন, তেজস্বী যাদব জোটের সব শরিক দলের বিধায়কদের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে কৌশল চূড়ান্ত করছেন। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে এবং বিরোধী দলগুলির পূর্ণ সমর্থন মিলবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিহারে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (এআইএমআইএম)-এর রাজ্য সভাপতি আখতারুল ইমানও তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্যসভা ভোটে সম্ভাব্য সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এআইএমআইএমের সমর্থন মিললে মহাগঠবন্ধনের প্রার্থী জয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে থাকবে এবং বিরোধী শিবিরের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। সূত্রের দাবি, প্রায় ১২১ জন নেতা ও বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক হয়েছে, যেখানে নির্বাচনী রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING AUCTION No: 01/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar North Tripura invites Press Notice Inviting Auction No. 01/EE/AGRI/N/2025-26 for the following work.

Sl No	Name of Work	DNIA No.	Reserve Value	Earnest Money
1	2	3	4	5
1	Demolishing of the said 3 nos. dilapidated necessary taken up to dismantle on urgent basis for accommodation of New Agri Development Research cum Training centre at Damcherra, North Tripura District.	01/EE/ AGRI/ NORTH/ 2025-26	1,44,263	2,885

Last date of received of Application Form on 02/03/2026 up to 4:00 PM
Last date of Issue of DNIA on 04/03/2026 up to 4:00 PM
Last date of receiving of Auction on 05/03/2026 up to 3:00 PM and will be opened on 05/03/2026 at 3:30 PM (if possible).
For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-4557/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD /AGT/105/2025-26 dated: 25/02/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIT No.EE-IED/AGT/ 153/2025-26(2nd Call)	182,083.00	3,642.00	30(Thirty) days
2	DNIT No.EE-IED/AGT/ 137/2025-26(3rd Call)	693,713.00	13,874.00	45(Forty five) days
3	DNIT No.EE-IED/AGT/ 138/2025-26(3rd Call)	196,760.00	3,935.00	365 (three Six five) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on 05/03/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 05/03/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

ICA/C-4553/26

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).

TENDER FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (A.M.C.) FOR REPAIRING/MAINTENANCE OF DIFFERENT MODELS OF COMPUTERS ALONG WITH SPARE PARTS IN THE DIFFERENT SECTIONS OF THE DIRECTORATE OF ARDD, STATE D.I. LAB., ABHOYNAGAR, VTI, R.K. NAGAR DURING THE YEAR 2026-2027 & 2027-2028.

e- Tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt. Government of Tripura from the Reputed, Bonafide, Registered Firms or their Local Authorized Distributors "FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (A.M.C.) FOR REPAIRING/MAINTENANCE OF DIFFERENT MODELS OF COMPUTERS ALONG WITH SPARE PARTS IN THE DIFFERENT SECTIONS OF THE DIRECTORATE OF ARDD, STATE D.I. LAB., ABHOYNAGAR, VTI, R.K. NAGAR DURING THE YEAR 2026-2027 & 2027-2028." The Details of Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the websites (http://tripuratenders.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in). The last date/time of submission of the Tender Documents by online is on 11/3/2026 at 3 PM.
All future Modification/Corrigendum shall be made available in the e-Procurement Portal, so Bidders are requested to get the update themselves from the e-Procurement web portal only.

(Dr. N.K. Chanchal, IFS)
Director
Animal Resources Development Deptt.
P.N. Complex : Agartala

ICA/C-4543/26

পি.এম.কে.ভি.ওয়াই : ত্রিপুরা ও আসামের মাস্টার প্রশিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু

গুয়াহাটি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পি.এম.কে.ভি.ওয়াই ৪.০) এই বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরা ও আসামের মাস্টার প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ গতকাল ভার্চুয়ালি সূচনা করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচিটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অসম ও ত্রিপুরা থেকে ৩২ জন অংশ নিয়েছেন।অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব - স্বাতী শর্মা। উপস্থিত ছিলেন হেনা উসমান - যুগ্ম সচিব, এম.এস.ডি.ই, শ্রীমতি রাজেশ্বরী এস.এম - গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের অধিকর্তা। এমএসডিই ও আইআইই-র অধিকর্তা প্রীতম দত্ত, আইআইই-র কোর্স অধিকর্তা প্রশান্ত গোস্বামী সহ আই.আই.ই ও এম.ও.আর.ডি''র আধিকারিকগণ।এই উদ্যোগটি এম.এস.ডি.ই-এম.ও.আর.ডি কনভারজেন্স ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আটটি রাজ্যে উদ্যোক্তা বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের (এস.আর.এল.এম) অধীনে ১০০ জন মাস্টার প্রশিক্ষক এবং ৯০০ জন সহায়তাকারীর পেশাদার করে তোলা। এই প্রশিক্ষিত পেশাদাররা 'শক্তি গুণক' হিসাবে কাজ করবে, মহিলা উদ্যোক্তাদের লাখপতি দিদি উদ্যোগের আওতায় কাঠামোগত পরামর্শদাতা এবং উদ্যোগ সহায়তা প্রদান করবে, যা তাদের বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যম এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি সুস্থায়ী বার্ষিক আয় অর্জন করতে সক্ষম করবে।এম.এস.ডি.ই এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় কাঠামোর অধীনে, আই.আই.ই গুয়াহাটি কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন-এন্টারপ্রাইজ প্রমোশন (সি.আর.পি-ইপি) এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (বি.ডি.এস.পি)-এর সক্ষমতা গড়ে তুলতে স্ট্রাকচার্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি)-কে সমর্থন করছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (টি.ও.টি) এবং ফেসিলিটেটর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে উদ্যোগের প্রচারের জন্য মাস্টার প্রশিক্ষক এবং ফেসিলিটেটরদের একটি প্রত্যয়িত সংযোগ তৈরি করা। পি.এম.কে.ভি.ওয়াই ৪.০ এর আওতায় এই প্রকল্পটিকে বিশেষ প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের উপর ভিত্তি করে আই.আই.ই এবং এস.আর.এল.এম ''এর আধিকারিকরা এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন এবং শংসাপত্র প্রদান করবেন।প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমটি এম.এস.ডি.ই দ্বারা অনুমোদিত এন.এস.কিউ.এফ মানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যবহারিক ব্যবসায়িক দক্ষতার সাথে উদ্যোক্তা দক্ষতাকে সংহত করে। প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি আচরণগত অনুকরণ, দলগত অনুশীলন, কর্মশালা শৈলীর আর্থিক গণনা, হাতে-কলমে ডিজিটাল অনবোর্ডিং, ক্ষেত্র-ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ ম্যাপিং, বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সামনে প্রকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপনা এবং প্রাক ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হচ্ছে।এই উদ্যোগটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী, পেশাদার উদ্যোক্তা সমর্থন ইকোসিস্টেম তৈরি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে।

অসমে তিন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তায় জোর সিএমের

গুয়াহাটি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুরক্ষা জোরদার ও যুব সমাজকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থিক অনটনের কারণে কোনও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য না হন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে ‘নিজুত বাবু’ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাসিক সহায়তার পরিমাণ ২,০০০ টাকা।

বার্ষিক পারিবারিক আয় ৪ লক্ষ টাকার কম এমন পরিবারের শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা পাবেন। সরকারের দাবি, ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের সুফল পেয়েছেন।

স্কুল স্তরে ছাত্রীদের সহায়তায় চালু ‘নিজুত মইনা’ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে সরকার উচ্চশিক্ষা-পরবর্তী পর্যায়েও সহায়তার পরিসর বাড়িয়েছে।

দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে ‘মুখ্যমন্ত্রী জীবন প্রেরণা’ প্রকল্প। বিশেষত তরুণীদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাযেমন সিভিল সার্ভিস, ব্যাঙ্কিং বা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষাএবং পেশাদার কোর্সের প্রস্তুতির সময় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

সরকারের মতে, এই সংক্রমণ পর্যায়ে স্থায়ী আয়ের অভাব অনেক সময় শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে মহিলাদের, ক্যারিয়ার-লক্ষ্য ত্যাগ করতে বাধ্য করে। নতুন প্রকল্পটি সেই আর্থিক ফাঁক পূরণ করে প্রস্তুতি ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই তিনটি প্রকল্প শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন ও যুব উন্নয়নে সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। দক্ষ ও আত্মনির্ভর অসম গড়তে শিক্ষার্থীদের ওপর ধারাবাহিক বিনিয়োগই মূল চাবিকাঠি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সানন্দে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২২,৫১৬ কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

গান্ধীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের সানন্দে অত্যাধুনিক সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, মার্কিং অ্যান্ড প্যাকেজিং (এটিএমপি) প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর মিশনের আওতায় ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন লক্ষ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

সানন্দের এই ইউনিটটি গড়ে তুলেছে মাইক্রন প্রযুক্তি-র ভারতীয় শাখা মাইক্রোন সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ২২,৫১৬ কোটি টাকা।

এই প্ল্যান্টে সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি পণ্যযেমন সলিড স্টেট ড্রাইভ (এসএসডি), র‍্যাম-ধরনের ডিআরএএম এবং ন্যান্ড ডিভাইসঅ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, মার্কিং ও প্যাকেজিং করা হবে। উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হবে বলে সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে।

বর্তমানে কারখানায় প্রায় ২,০০০ কর্মী কাজ করছেন। আগামী কয়েক বছরে সরাসরি প্রায় ৫,০০০ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্থার দাবি, দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অপারেটর ও টেকনিশিয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মাইক্রন টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট ও সিইও সঞ্জয় মেহরোত্রা বলেন, “বর্তমান প্রযুক্তির যুগে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই), মেমোরি ও স্টোরেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী মেমোরি ও স্টোরেজ ছাড়া এআই সিস্টেম কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না।” তিনি আরও জানান, রিয়েল-টাইম ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া নির্ভর এআই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উন্নত মেমোরি সমাধানের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে।

সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের প্রক্রিয়া বালু থেকে বিশুদ্ধ সিলিকন নিষ্কাশনের মাধ্যমে শুরু হয়। সিলিকন গলিয়ে ইনগট তৈরি করা হয় এবং তা থেকে পাতলা ওয়েফার কাটা হয়। ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্টে ফটোলিথোগ্রাফির মাধ্যমে ওয়েফারের উপর একাধিক স্তরে ইলেকট্রনিক নকশা বসিয়ে ট্রানজিস্টর ও মেমোরি স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়। পরে ওয়েফার থেকে পৃথক চিপ কেটে সানন্দের এটিএমপি প্ল্যান্টে পাঠানো হয়, যেখানে অ্যাসেম্বলি, কর্মক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা শেষে মার্কিং ও প্যাকেজিং করা হয়।গুজরাট সরকার জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে গুজরাট দেশব্যাপী অগ্রণী অবস্থান নিতে চলেছে।

রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত-এর অংশ হিসেবে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬: সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি), ফিল্ড অফিস কৈলাশহর, বৃহস্পতিবার, উনকোটি জেলার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, ফটিকরায়, কুমারঘাট আর ডি ব্লকে ”স্বচ্ছতা হি সেবা”, ”এক পেড় মা কে নাম”, এবং ”নেশা মুক্ত ভারত” অভিযানের অংশ হিসেবে বিকশিত ভারত-এর অধীনে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ত্রিপুরার উনকোটি জেলা পরিষদের প্রধান অমলেন্দু দাস এবং উনকোটি জেলার কুমারঘাট আর.ডি. ব্লকের ফটিকরায়ের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী প্রীতম বিশ্বাসের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ এবং একটি স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের বার্তা প্রচার করা।

সেমিনারে রিসোর্স পার্সন, রাতাছেড়ার হাজিবাড়ি এইচ.এস. স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী মৃণাল তরফদার তিনটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলকে স্বাচ্ছতাকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। এক পেড় মা কে নাম - এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, তিনি অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে তাদের মায়েদের সম্মানে একটি গাছের চারা রোপণ করার আহ্বান জানান। নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই উদ্যোগটি রাজ্যে মাদকের অপব্যবহারের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবেলা এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে।

এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত অংশগ্রহণকারীদের সমৃদ্ধ করতে এবং এর মূল ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। কর্মসূচির মূল অংশ হিসেবে ছিল স্বচ্ছতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ, সেমিনার এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, মাদকমুক্ত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা এবং বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সুস্থায়ী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য নাগরিকদের গাছ লাগানো ও তার যত্ন করার জন্য উৎসাহিত করা।

রাজ্যপালের উপস্থিতিতে শান্তির বাজার মুকট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত উদ্দ্যম সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভলাপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড এর উদ্দোগে শান্তির বাজার মুকুট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠীত হয় জেলাভিত্তিক উদ্দ্যম সমাগম। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

প্রধান অতিথির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, দক্ষিন জেলার অতিরুক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে রাজ্যপাল জানান ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদানকরাহচ্ছে যার ফলে আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সবকিছুর বিবরন তুলেধরাহয়। কেন্দ্রীয় সরকার সকলের উন্নয়নে যেসকল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয় এবং এইগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচনার মধ্য দিয়ে হলে আগত কিছু সংখ্যক লোকজনদের কাছ থেকে জানতে পারেন অনেকগুলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খেলার সামগ্রী নেই এরজন্য রাজ্যপাল দক্ষিন জেলার জেলা সভাধিপতি দীপক দত্তকে দায়ীকরেন। যে সকল অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খোলার সামগ্রী নেই তা যাচাইকরে খেলার সামগ্রী দেবার পরমর্শদেন। এছারা কিছু সংখ্যক স্কুলে রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিকল্পনার মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্রী সাইকেল পাননি সেগুলো দেখার জন্য জেলা সভাধাপতিকে পরামর্শ দেন।

রাজ্যপাল উনার বক্তব্যর মধ্যদিয়ে জানান সরকারের পক্ষথেকে সকল লোকজনদের জন্য ব্যাঙ্কে স্বাস্থ্য বিমার পরিষেবা রয়েছে। এই বিমা সকলকে করারজন্য পরামর্শ প্রদান করেন। গর্ভবর্তী মহিলাদের সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের দিকগুলো তুলেধরাহয়। লোকজনেরা নিজেদের ছেলে মেয়ের শিক্ষার মানউন্নয়নে নবোদয় বিদ্যালয় ও মেলেটারি বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের ভর্তি করানোর পরামর্শ প্রদানকরেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল জানান বর্তমান সময়ে সকলে বাড়িঘরে কুকুর পালন করে। সেই জায়গায় শুকর পালন করলে কয়েক মাসের মধ্যে একটি শুকর থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা অর্থ উপার্জন করা যাবে।

নেশার করাল গ্রাসে তরতাজা প্রাণের অবসান, শ্রীনগরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: নেশার অভিশাপে আরও এক তরতাজা প্রাণ ঝরে গেল। শ্রীনগর থানা-র অন্তর্গত শ্যামাপ্রসাদ কলোনি ৭ নম্বর এলাকার জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ২৫ বছর বয়সী অমিত শীলের ঝুলন্ত মৃতদেহ। যুবকের বাড়ি পশ্চিম আনন্দনগর ঊড়িয়া পাড়ায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে অমিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর আর সে বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও তার সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাশাপাশি ফরেনসিক বিভাগকে খবর দেওয়া হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অমিতের বড় ভাই সংবাদমাধ্যমকে জানান, নেশার কারণে অমিত দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। পরিবারের প্রাথমিক ধারণা, নেশার করাল গ্রাসে হতাশাগ্রস্ত হয়েই সে এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাল্যবিবাহ মুক্ত অভিযানে আগরতলায় জেলা ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী: বাল্যবিবাহ রোধে রাজ্যব্যাপী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে জেলা ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, সমাজকর্মী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরাকে বাল্যবিবাহমুক্ত রাজ্যে পরিণত করতে ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক প্রচার অভিযানের পর এবার জেলা পর্যায়ে সচেতনতা কর্মসূচি সংগঠিত করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করলেই হবে না, সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।

পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পুলিশ সপ্তাহ২০২৬ উদযাপন বিশালগড় থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার আয়োজিত হলো "দুর্ঘটনা হলে কি করতে হয় প্রথমে "এরই কর্মসূচি এবং নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান। বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ঘটনা হলে কি করতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে এতে অংশগ্রহণ করেন।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকে দুর্ঘটনা মুক্ত করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নবীন ন্যায় সংহিতা (নতুন ফৌজদারি আইন) সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।এদিনের কর্মসূচির বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ। নবীন প্রজন্মকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করা এবং পুলিশ প্রশাসনে যোগদানের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে প্রতীকীভাবে পুলিশের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। তারা সড়কে দুর্ঘটনা হলে কি করতে হয় তা সম্পূর্ণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে দেয়। ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে সচেতনতা বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও এক ছাত্রীকে বিশালগড় থানায় জিডিতে বসে প্রথমে কি করতে হয়, কোন অভিযোগ আসলে, তার সব বুঝিয়ে দেন, সেকেন্ড এসির দায়িত্বে ছিলেন দুর্ঘটনার (আই ও) বিশালগড় থানায় ওসির চেয়ারে বসেন স্কুল পড়োয়া এক ছাত্রী।বসার অভিজ্ঞতাও দেওয়া হয় এবং তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাদের উৎসাহিত করা, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি এক ছাত্রীকে বিশালগড় মহিলা থানার ওসিও বানানো হয় উক্ত অনুষ্ঠানে।

চেয়ারে বসে দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।পুরো কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সামনে উদ্যোগের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যাক্ত করে। আগামী দিন আরো জোরদার করা হবে বলে জানান ওসি বিজয় দাস।

মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ টি.আই.এফ.টি.-র কনফারেন্স হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের গভর্নিং বডি অ্যান্ড এগজিকিউটিভ কমিটি অব ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি অব ত্রিপুরার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে পিপিপি মডেলে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

এছাড়াও তিনি গুয়াহাটি নিউরোলজি রিসার্চ সেন্টারের আদলে রাজ্যে নিউরো রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রোগীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে আরও আন্তরিক হতে হবে।

সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যে যে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি গড়ে উঠবে তার পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা এবং তাতে কি কি পরিষেবা থাকবে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচিব এদিন গুয়াহাটি নিউরোলজি রিসার্চ সেন্টারের আদলে রাজ্যে যে নিউরো রিসার্চ সেন্টার গড়ে উঠবে সে সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, শিক্ষা দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মানবতাবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার অভিযানে ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মানবতাবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। আজ সন্ধ্যায় জোলাইবাড়ি কলসীতে ডি এম এম ধাম্মাদীপা স্কুলের নতুন ভবনের এবং স্কুলের সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোদন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নান্নু একথা বলেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে। পাশাপাশি মানবতাবোধ সব ক্ষেত্রেই তাদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজোর ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধাম্মাদীপা স্কুলের অধ্যক্ষ ড. খেমছেড়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ধাম্মাদীপা বুদ্ধিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নরসিমা রাও, দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রমুখ।

এর আগে আজ সন্ধ্যায় রাজ্যপাল কলসীমুখের কলসী মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় লিমিটেড পরিদর্শন করেন। তিনি ক্লাস্টারের স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কলসী মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় লিমিটেডের সভাপতি ক্লাস্টারের কাজকর্ম বিষয়ে রাজাপালকে অবহিত করেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

● প্রথম পাতার পর

৬৯টি কেন্দ্রের অধীনে ১৪৫টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজ্যের মোট ৬৯টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবকটি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছে ৩১,৩৮৩ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ১৭৪ জন। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.৪৫ শতাংশ। আগামীকাল উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা হিন্দি ককবরক /মিজো / মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসে বাংলা এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজিতে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা হবে।

এনসিআইআরটি'র অষ্টম

● প্রথম পাতার পর

দায় নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বন্ধ হবে না। আদালত সিলেবাস কমিটির সদস্যদের নাম, যোগ্যতা ও যে বৈঠকে বিষয়বস্তু অনুমোদিত হয়েছিল তার নথি পেশের নির্দেশও দেয়।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা জানান এবং জানান, বাজারে আসা ৩২টি কপি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। বিতর্কিত অধ্যায়টি বিশেষজ্ঞ কমিটি দিয়ে পুনর্বিবেচনার আশ্বাসও দেন তিনি। তবে ক্ষমাপ্রার্থনার ভাষা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত বলে, নোটিসে স্পষ্ট অনুশোচনার উল্লেখ নেই। চার সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে।

রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত-এর অংশ হিসেবে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী: সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি), ফিল্ড অফিস কৈলাশহর, বৃহস্পতিবার, উনকোটি জেলার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, ফটিকরায়, কুমারঘাট আর ডি ব্লকে "স্বচ্ছতা হি সেবা", "এক পেড় মা কে নাম", এবং "নেশা মুক্ত ভারত" অভিযানের অংশ হিসেবে বিকশিত ভারত-এর অধীনে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ত্রিপুরার উনকোটি জেলা পরিষদের প্রধান অমলেন্দু দাস এবং উনকোটি জেলার কুমারঘাট আর.ডি. ব্লকের ফটিকরায়ের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী প্রীতম বিশ্বাসের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ এবং একটি স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের বার্তা প্রচার করা।

সেমিনারে রিসোর্স পার্সন, রাতাছেড়ার হাজিবাড়ি এইচ.এস. স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী মৃণাল তরফদার তিনটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলকে স্বাচ্ছতাকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। এক পেড় মা কে নাম - এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, তিনি অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে তাদের মায়েদের সম্মানে একটি গাছের চারা রোপণ করার আহ্বান জানান। নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই উদ্যোগটি রাজ্যে মাদকের অপব্যবহারের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবেলা এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে। এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত অংশগ্রহণকারীদের সমৃদ্ধ করতে এবং এর মূল ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল।

ট্রিপারের ধাক্কায়

● প্রথম পাতার পর

পড়েন তিনি। এদিকে, স্থানীয়রা ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সমীক্ষা হওয়ার পর

● প্রথম পাতার পর

কালভার্টের স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখবে।

এছাড়াও তিনি বলেন, ত্রিপুরার বহু অংশ ঘন বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার মধ্য দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করেছে। সেই সমস্ত বনাঞ্চলে উচ্চগতির ট্রেন চলাচল করলে পরিবেশের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়েও সমীক্ষা করা হবে। বিশেষ করে হাতির চলাচলের করিডর বা প্রাকৃতিক আবাসস্থলের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। মন্ত্রী আরও জানান, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনাও নেওয়া হবে। রেল কর্তৃপক্ষ, বনদপ্তর এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে একটি সমন্বিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ত্রিপুরা থেকে বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল আদৌ সম্ভব কি না। সব মিলিয়ে, রাজ্যে বন্দে ভারত ট্রেন চালুর সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিলেও সরকার আপাতত সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

উত্তর-পূর্বের প্রবৃদ্ধির নতুন

● প্রথম পাতার পর

বেশি নিবন্ধিত স্টার্টআপ রয়েছে, যা গত পাঁচ বছরে স্টার্টআপ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এই উদ্যোগগুলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল নারী-নেতৃত্বাধীন, যা ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বের মধ্যে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছে। তিনি আরও বলেন, সিম চালু হওয়ার ফলে উদ্ভাবনী ধারণার বাণিজ্যিকীকরণ আরও সমর্থন পাবে এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা হবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং ত্রিপুরার শক্তিশালী এমএসএমই ভিত্তির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে উদ্যম পোর্টালে ৩.১৩ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত এমএসএমই রয়েছে, যার মধ্যে ১.১৮ লক্ষেরও বেশি আনুষ্ঠানিক উদ্যম নিবন্ধন এবং উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ রয়েছে। তিনি বলেন, সিমের মাধ্যমে এমএসএমইগুলির বৃদ্ধি নতুন গতি পাবে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে অবদান রাখবে।

দেশের বৃহত্তর স্টার্টআপ যাত্রার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ভারত কয়েকশ স্টার্টআপ থেকে বেড়ে আজ দুই লক্ষেরও বেশি হয়েছে, যার ফলে ২১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ শহর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ রয়েছে, যা দেশজুড়ে ব্যাপক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনকে তুলে ধরেছে।

ত্রিপুরার অনন্য শক্তি, বিশেষ করে বাঁশ এবং রাবার সম্পদ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী শ্রী সিং। তিনি বলেন, এগুলি উচ্চ-মূল্যের উৎপাদনকে চালিত করতে পারে, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতের সাথে যুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, মহাকাশের জন্য জৈব জ্বালানি এবং বিশেষায়িত উপকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, জাতীয় অগ্রাধিকারের জন্য স্থানীয় শক্তিকে কাজে লাগানো প্রবৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায় নির্ধারণ করবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং নিবিড় প্রযুক্তি এবং গবেষণা-চালিত উদ্যোগগুলিকে সমর্থন প্রদানকারী সাম্প্রতিক নীতিগত উদ্যোগগুলির কথাও উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে নিবিড় প্রযুক্তির স্টার্টআপগুলির জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন, সিএসআইআর-সমর্থিত স্টার্টআপগুলির জন্য সুস্থায়ী শর্ত শিথিলকরণ এবং উদ্যোগগুলির বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন (আরডিআই) তহবিল চালু করা। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপগুলি ঝুঁকি গ্রহণ, উদ্ভাবন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানবতার সেবা করে এমন প্রযুক্তির মাধ্যমে শাসন ও উদ্যোগের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, সিম ত্রিপুরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ইজ অফ লিভিং সংস্কারের মতো জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য কর্মসূচিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলিকে একীভূত করবে। তিনি বলেন, প্রযুক্তিকে অবশ্যই অপ্রকাশিতদের কাছে পৌঁছানোর এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ন্যায়বিচারকে উৎসাহিত করতে হবে।

উদ্ভাবনকে একটি সম্মিলিত দায়িত্ব বলে অভিহিত করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, লক্ষ্য হল এমন একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা যেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন শিক্ষার্থী, একটি ছোট শহরের একজন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ভারতের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সমানভাবে ক্ষমতায়িত বোধ করবেন। তিনি এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। সেই সাথে এও যোগ করেন যে, একসময় বন্ধ বিবেচিত ক্ষেত্রগুলি, যার মধ্যে পারমাণবিক শক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন বৃহত্তর সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে তিনি বলেন, ত্রিপুরার যাত্রা একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠাবে। যখন দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের সাথে মিলিত হয় এবং নীতি অংশগ্রহণের সাথে মিলিত হয়, তখন রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারতের উদ্ভাবন দশককে ভারতের নির্ণায়ক শতাব্দীতে পরিণত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে স্থায়ী সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

ভিআইপি রোডে যাত্রীবাহী গাড়ি অপহরণ করে

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তীতে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলে যাত্রী ও চালক কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এয়ারপোর্ট থানা-র দ্বারস্থ হন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গাড়ির চালক, যাত্রী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই গাড়ি আটকে পুরো ঘটনাটি সংগঠিত করা হয়েছে। ঘটনার পর এয়ারপোর্ট থানার নবনিযুক্ত ওসি সুশান্ত দেব আশ্বাস দিয়ে জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।ঘটনার পর থেকে ভিআইপি রোডের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসী ও যাত্রীদের একাংশ পুলিশের কাছে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

জল সরবরাহ বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফটিকরায় থানার ওসি সহদেব দাস, পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পাশাপাশি ডিডব্লিউএস দপ্তরের কুমারঘাট সাব-ডিভিশন অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ দেবনাথসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে কয়েক ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা। তবে এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারি, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

সরকারি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তবে মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সমগ্র ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে না।

রাজ্যে মহিলা

● প্রথম পাতার পর

নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবিলম্বে কঠোর আইন প্রয়োগ, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া এবং দায়িত্বশীলদের জবাবদিহির দাবি জানান তিনি।

দেশের প্রথম রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এটা নীতি আয়োগ স্টেট সাপোর্ট মিশনের অংশ। এই উদ্যোগ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট শক্তির উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করে। ত্রিপুরা স্টেট ইনোভেশন মিশন একটি অভিনব উদ্যোগ, যা অটল ইনোভেশন মিশন দ্বারা সমর্থিত একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে প্রতিভাবান উদ্যোগগুলিকে যত্ন করে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং এসকল ধারণাগুলিকে প্রকল্পে রূপান্তরিত করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এবং তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতা, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দিল্লি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ব্যাঙ্গালোর এবং টি-হাবের সাথে ত্রিপুরা স্টেট ইনোভেশন মিশন এবং টি-নেস্টের ধারণা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করেছে। স্টেট ইনোভেশন মিশন এমন উদ্যোগগুলিকে লালন-পালন করবে যা কৃষি, সবুজ প্রযুক্তি, ডিজিটাল পরিষেবা, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা এবং এর বাইরেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করবে। উত্তর-পূর্বে কৌশলগতভাবে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি আঞ্চলিক উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভারতের বিকাশের দিশাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক করিডরের সাথে সংযুক্ত করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি-নেস্ট স্টেট ইনোভেশন মিশনের কার্যকরী শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টি-নেস্ট ক্যাম্পাসগুলিকে বাজারের সাথে সংযুক্ত করা, বিনিয়োগের ধারণা এবং প্রভাবের জন্য উদ্ভাবনের একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে। টি-নেস্ট চানমারিতে গড়ে উঠতে চলা এয়ারটেল ডেটা সেন্টারে অত্যাধুনিক ইনকিউবেশন ইনোভেশন পার্কের সাথে সংযুক্ত হবে। সমস্ত আটটি জেলা জুড়ে উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং টি-নেস্ট-এর সাথে সংযুক্ত করা হবে।

ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা তৃণমূল স্তরের উদ্ভাবকদের জন্য দেশের প্রথম ডিস্ট্রিক্ট ইনোভেটর ফেলোশিপ চালু করবে। অটল ইনোভেশন মিশন এবং নীতি আয়োগের সহায়তায়, ত্রিপুরা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি প্রবর্তন করবে — যা হবে দেশের প্রথম এধরনের উদ্যোগ। আগরতলা একটি স্মার্ট শহর হওয়ায় আমরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও শহর পরিচালনার জন্য এআই-ভিত্তিক সমাধান চালু করব। আমরা বিশ্বাস করি এই পদ্ধতি যানজট, পার্কিং সমস্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি মূল্যায়নে সহায়তা করবে। আগরতলা শহরে পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি উন্নত করতে সেরা প্রযুক্তি প্রদানকারীরা এআই ব্যবহারের উপায় সমূহ শেয়ার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহায়তায় ত্রিপুরা এআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স গড়ে তোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা রাজ্যে আইটি, আইটিইএস, এবং ডেটা সেন্টার ইকোসিস্টেমকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা আইটি এন্ড ডেটা ইকোনমিক জোন স্থাপন করার পরিকল্পনা করছি, যেহেতু সফওয়্যার উদ্যোগগুলির চাহিদা বাড়ছে রাজ্যে। আমরা একটি আইটি পার্ক স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরি, নীতি আয়োগের মেম্বার ভি.কে. সারস্বত, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, সচিব কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

দিল্লিতে ত্রিপুরার ছাত্রীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: গুরগাঁওয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক ত্রিপুরার ছাত্রী। এরই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী বলেন, দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গুরগাঁওয়ে ত্রিপুরার ছাত্রীর উপর যে ধরনের নির্মম নির্যাতন হয়েছে, তা গোটা সমাজের কাছে লজ্জাজনক। এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

তাঁর অভিযোগ, দেশে নারীদের উপর বাড়তে থাকা সহিংসতা রোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবের কারণেই একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে। বিজেপি শাসিত একের পর এক রাজ্যে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাঁর কথায়, শুধু গুরগাঁও নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এবং ত্রিপুরাতেও একই ধরনের জঘন্য অপরাধ ঘটছে। তিনি আরও বলেন, শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবিলম্বে কঠোর আইন প্রয়োগ, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া এবং দায়িত্বশীলদের জবাবদিহির দাবি জানান তিনি।

অঙ্গন

রঞ্জি : পাহাড়প্রমাণ রানের জবাবে মায়াঙ্কের একক লড়াই, চালকের আসনে জম্মু-কাশ্মীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, হুবলি: রঞ্জি ট্রফির মহারণে জম্মু-কাশ্মীরের বিশাল স্কোরের নিচে চাপা পড়েও লড়াই ছাড়েনি কর্ণাটক। হুবলির মাঠে তৃতীয় দিনের শেষে কর্ণাটক প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান তুলেছে। দলের বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল একাই দুর্গ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এখনও ৩৬৪ রানে পিছিয়ে থাকায় ম্যাচ বাঁচানোই এখন কর্ণাটকের প্রধান লক্ষ্য।জে-কে ব্যাটারদের দাপটআগের দিনের দাপট বজায় রেখে আজ জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম ইনিংস ১৭৩.১ ওভারে ৫৮৪ রানে শেষ হয়। দলের প্রায় প্রতিটি টপ-অর্ডার ব্যাটারই বড় রান পেয়েছেন।শুভম পুন্ডির দুর্দান্ত ১২১ রানের পাশাপাশি হাসান ৮৮ রানের একটি স্থিতধী ইনিংস খেলেন।অধিনায়ক পারস ডোগরা (৭০), কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান (৭০) এবং সাহিল লোত্রা (৭২) হাফ-সেঞ্চুরি করে স্কোরবোর্ডকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান।শেষ দিকে আবদুল সামাদ (৬১) এবং আবিদ মুশতাক (২৮) দ্রুত রান তুলে কর্ণাটককে মানসিকভাবে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন।কর্ণাটকের পক্ষে পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা একাই লড়াই করেন। তিনি ৩৪.১ ওভার বল করে ৯৮ রানে ৫ উইকেট দখল করেন, যা ছিল ইনিংসের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বোলিং পারফরম্যান্স।মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সেঞ্চুরি ও কর্ণাটকের ব্যাটিং বিপর্যয়৫৮৪ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় কর্ণাটক। জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবী তাঁর বিষাক্ত বোলিংয়ে কর্ণাটকের টপ-অর্ডার ধসিয়ে দেন। মাত্র ৩২ রান দিয়ে তিনি তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট।একদিকে যখন উইকেট পড়ছে, তখন অন্যদিকে একা লড়াই চালিয়ে যান অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল। ১৩০ রানে অপরাজিত থেকে তিনি কর্ণাটকের আশা জিইয়ে রেখেছেন। তাঁকে সঙ্গ দেন শ্রেয়াস গোপাল (২৭), কিন্তু থিতু হয়েও তিনি বড় রান পাননি। দিনের শেষে মায়াঙ্কের সাথে ২৭ রানে অপরাজিত আছেন কৃতিক কৃষ্ণা। বিশ্লেষণ: চতুর্থ দিনের সকালে কর্ণাটককে অল-আউট করে ফলো-অন করানোর লক্ষ্য থাকবে জম্মু-কাশ্মীরের। অন্যদিকে, মায়াঙ্ক আগরওয়াল যদি আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারেন, তবে ম্যাচটি ড্র-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে স্বাগতিকরা।ম্যাচের বর্তমান অবস্থা (তৃতীয় দিনের খেলা শেষে)জম্মু-কাশ্মীর ৫৮৪ (অল-আউট) ১৭৩.১ পুন্ডির ১২১, হাসান ৮৮কর্ণাটক ২২০/৫ ৬৯.০ মায়াঙ্ক ১৩০*, আকিব ৩/৩২

'নাটক'ই বাঁচাতে পারে পাকিস্তানকে!

একটা সময়ে শোনা যাচ্ছিল, 'ভাইজান' বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে পাকিস্তান। তারপর পাক সরকার ঘোষণা করল, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান, বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন দেখানোর জন্য। যাবতীয় নাটকের পর দু'টোর কোনওটাই করেননি সলমন আলি আঘারা। তবে এবার নাটকীয় কিছু করতে না পারলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে পাকিস্তান। আপাতত সরু সুতোয় ঝুলছে তাদের বিশ্বকাপভাগ্য।

গ্রুপ ২ পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। তাদের ঝুলিতে এক পয়েন্ট। সর্বোচ্চ তিন পয়েন্ট পর্যন্ত পেতে পারে তারা। রানরেট -০.৪৬১। ওই গ্রুপ থেকে ৪ পয়েন্ট পেয়ে ইতিমধ্যেই সেমিতে চলে গিয়েছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দল হিসাবে সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। আপাতত কিউয়িদের ঝুলিতে তিন পয়েন্ট। টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। রান রেটে গ্রুপে সবচাইতে ভালো জায়গায় রয়েছে মিচেল স্যান্টনারের দল। সেটাই পাকিস্তানের মাথাব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ।

পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড দু'দলেরই একটি করে ম্যাচ বাকি রয়েছে। আগামী শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে কিউয়িরা। সেই ম্যাচে যদি ইংল্যান্ড জেতে, একমাত্র তাহলেই পাকিস্তানের আশা বেঁচে থাকবে। তাহলে নিউজিল্যান্ড আটকে যাবে তিন পয়েন্টে। তিন পয়েন্ট নিয়েই সেমিতে ওঠার সম্ভাবনা বেঁচে থাকবে পাক ব্রিগেডের জন্য। এছাড়াও ওই ম্যাচ ইংল্যান্ড যত বড় ব্যবধানে জিতবে, পাকিস্তানের তত মঙ্গল। কারণ নিউজিল্যান্ডের রান রেট কমবে। ফলে পাকিস্তানের জয়ের ব্যবধান কিছুটা কম হলেও সেমিতে ওঠার সুযোগ থাকবে।

রঞ্জির ফাইন্যালে ব্যাটের পর বল হাতে দাপট জম্মু ও কাশ্মীরের

নয়াদিল্লি।। প্রথম বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠে দাপট দেখাচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর। হুবলির মাঠে কর্নাটকের বিরুদ্ধে ভাল জায়গায় তারা। ব্যাটের পর বল হাতেও দাপট দেখিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। তৃতীয় দিনের শেষে কর্নাটক প্রথম ইনিংসে এখনও পিছিয়ে ৩৬৪ রানে। হাতে রয়েছে মাত্র ৫ উইকেট। যা পরিস্থিতি তাতে কর্নাটকের লিড নেওয়ার সম্ভাবনা কম। আর দু'দিনের খেলা বাকি। অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসের লিডেই হতে পারে প্রতিযোগিতার ফয়সালা।দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু-কাশ্মীরের রান ছিল ৬ উইকেটে ৫২৭। তৃতীয় দিন সকালে আরও ৫৭ রান যোগ করে তারা। সাহিল লোতরা ৭২ রানে আউট হন। দুই বোলার আবিদ মুশতাক ও যুদ্ধবীর সিংহ ভাল খেলেন। আবিদ ২৮ ও যুদ্ধবীর ৩০ রান করেন। তাঁরা দলের রান ৫৫০ পার করান। শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে ৫৮৪ রান করে জম্মু-কাশ্মীর। কর্নাটকের বোলারদের মধ্যে সফল প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। ৯৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, এই উইকেটে কর্নাটকের শক্তিশালী ব্যাটিং আক্রমণও ভাল খেলবে। কিন্তু আকিব নবি তা হতে দিলেন না। সেমিফাইনালে শতরান করা লোকেশ রাহুলকে ১৩ রানে আউট করলেন তিনি। আগের ম্যাচে দ্বিশতরান করা অধিনায়ক দেবদত্ত পড়িক্কলও (১১) রান পাননি। কর্নাটককে জোড়া ধাক্কা দেন আকিব। করুণ নায়ার ও গত ম্যাচের দুই ইনিংসেই শতরান করা আর স্মরণকে শূন্য রানে ফেরান তিনি। ৫৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় কর্নাটক।মায়াঙ্ক আগরওয়াল ভাল খেলছিলেন। তাঁকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেন শ্রেয়স গোপাল। তাঁকে ২৭ রানের মাথায় আউট করেন যুদ্ধবীর। মায়াঙ্ককে অবশ্য সমস্যায় ফেলতে পারেননি আকিবেরা। গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে শতরান করেন এই ডানহাতি ওপেনার। দিনের শেষ পর্যন্ত ১৩০ রানে অপরাজিত তিনি। সঙ্গে রয়েছেন ক্রুথিক কৃষ্ণ। ২৭ রান করে খেলছেন তিনি। তৃতীয় দিনের শেষে কর্নাটকের রান ৫ উইকেটে ২২০। এখনও ৩৬৪ রানে পিছিয়ে তারা।

যা পরিস্থিতি তাতে এই জুটিই শেষ ভরসা কর্নাটকের। ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যে কোনও জায়গা থেকে খেলা ঘুরতে পারে। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকে কর্নাটকের লিড পাওয়া কঠিন। দেখে মনে হচ্ছে, প্রথম ইনিংসের লিডের উপরেই খেলার ফয়সালা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি জম্মু-কাশ্মীর লিড পায় তা হলে প্রথম বার ফাইনালে উঠে প্রথম বারই রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে এগিয়ে যাবেন পরশ ডোগরার দল।

ফটিকরায়ে নেতাজি স্মৃতি ক্রিকেটে জয়ী কৈলাশহর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।ফটিকরায়ের কৃষ্ণনগরে সাঙ্গ হল মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে আয়োজিত নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর। মাসব্যাপী চলা এই খেলার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিলাসপুরের বেস্ট ইলেভেন এবং কৈলাসহরের এন্টারটেইনমেন্ট দল।চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় বিলাসপুর বেস্ট ইলেভেনকে হারিয়ে ১৬৮ রানে জয়ের হাসি হাসলো কৈলাশহরের এন্টারটেইনমেন্ট দল।উল্লেখ্য গত ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার কৃষ্ণনগর বাণীমন্দির বিদ্যালয়ের মাঠে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে শুরু হয়েছিলো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গোটা ঊনকোটি জেলা থেকে মোট ১০ টি ক্রিকেট দল অংশ নেয় খেলায়। টানা এক মাস ধরে চলতে থাকা খেলায় টিকে থেকে ফাইনালে অংশ নেয় বিলাসপুর বেস্ট ইলেভেন এবং কৈলাশহরের এন্টারটেইনমেন্ট দল। দীর্ঘ এক মাসের ক্রিকেট জার্নি শেষে অবশেষে অনুষ্ঠিত হলো এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা।কৃষ্ণনগর স্কুল মাঠে ফাইনাল ম্যাচের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি অরুন সাহা, কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিখা পাল, ঊনকোটি জেলার ক্রীড়া আধিকারিক অমিত যাদব সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, গত একমাস ধরে অনেক উন্নত খেলোয়াড়ের মেধা ফুটে উঠেছে এই মাঠে।তিনি বলেন ঊনকোটি জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দিতে প্রথমবারের মতো আইপিএলের ধাঁচে এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে ঊনকোটি জেলায়।প্রায় ১০ টি দল অংশ নিয়েছে এই টুর্নামেন্টে। জমজমাট পরিবেশে একমাস ধরে মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী।খেলার উদ্যোক্তা তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস আরো বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যুবকরা দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। যার ফলে শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে তারা। তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে এধরনের খেলা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।এধরনের খেলার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়রা ইতিবাচক অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। মন্ত্রী বলেন খেলার মাঠে থাকলে মানসিক চাপ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া যায়।এদিনের খেলায় টসে জিতে ব্যাট করতে নামে কৈলাশহরের এন্টারটেইনমেন্ট দল। প্রথম পর্যায়ের খেলায় ১৬৮ রান ছিনিয়ে নেয় তারা। পরবর্তীতে ব্যাট করতে নেমে ১৩৯ রানেই সমস্ত উইকেট পতনে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয় বিলাসপুর বেস্ট ইলেভেনকে।খেলার শেষে বিজয়ী দলকে এক লক্ষ টাকার চেক এবং সুবিশাল ট্রফি ও রানার্স দলকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক এবং ট্রফি তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের তরফ থেকে। একমাস ব্যাপী চলা এই খেলাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে এলাকার ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে।

সহায় আইসিসি ! বিশ্বকাপ বয়কট করা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে একাধিক হেভিওয়েট

নিরাপত্তার অজুহাতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসেনি বাংলাদেশ। কিন্তু সেজন্য কোনও শাস্তি পেতে হয়নি বিসিবিকে। উলটে পুরস্কার পাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুলরা। অতিরিক্ত একটি আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ। উপরন্তু, বিশ্বকাপের পরই লিটন দাসদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় দেশ।

এমনিতেই পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী, বিশ্বকাপের পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলার কথা বাংলাদেশের। সেই সিরিজ থেকে মোটা অঙ্কের রোজগার হতে পারে বিসিবির। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবেন লিটন দাসরা। দু'দিন আগেই সেই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে বিসিবি। ওই সিরিজ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট ও ৩টি করে ওয়ানডে এবং টি-২০ খেলবে বাংলাদেশ। এই টেস্ট দু'টি আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত।

তারপরই আরও বড় সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবেন নাজমুল শান্তরা। ২৩ বছর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আয়োজন করবে অজিরা। এর আগে ২০০৩ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আয়োজন করেছিল। ২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অজিদের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। এই টেস্ট দু'টি আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বকাপের পরই বাংলাদেশ এত বড় বড় দেশের সঙ্গে সিরিজ খেলার সুযোগ পাচ্ছে কীভাবে? কোথাও গিয়ে কি আইসিসির সহায়তা রয়েছে এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে? আসলে শুরু থেকেই আইসিসি বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিক। যে কারণে তাদের বাদ বিশ্বকাপ থেকে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে 'দুঃখজনক' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন আইসিসির শীর্ষ কর্তা সংযোগ গুপ্ত। বস্তুত আইসিসি কর্তাদের বক্তব্য স্পষ্ট ছিল, স্রেফ একটা ইস্যুতে এই বিবাদে এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, যাতে আইসিসির কোনও পূর্ণ সদস্য দেশের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিশ্বকাপে খেলতে না আসায় এমনিই যথেষ্ট ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ ক্রিকেট।

শ্বেতার বিধ্বংসী সেঞ্চুরি, অন্ধ্রকে উড়িয়ে ফাইনালে দিল্লির মেয়েরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, মোহালি।। মোহালির পাটা উইকেটে আজ শুধুই ছিল দিল্লির দাপট। সিনিয়র মহিলা ওয়ানডে ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে অন্ধ্র প্রদেশকে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠল দিল্লি। সৌজন্যে ওপেনার শ্বেতা সেহরাওয়াতের ৭৩ বলে ১১৩ রানের এক টর্নেডো ইনিংস।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল দিল্লি। দুই ওপেনার প্রিয়া পুনিয়া (৬০) এবং প্রজ্ঞা রাওয়াত (৬৫) শক্ত ভিত গড়ে দেন। কিন্তু আসল বিনোদন শুরু হয় শ্বেতা সেহরাওয়াতের ক্রিজে আসার পর। মাত্র ৭৩ বলে ১১৩ রানের ইনিংসে তিনি ৮টি চার এবং ৫টি বিশাল ছক্কা হাঁকান। তাঁর এই বিধ্বংসী ব্যাটিং অন্ধ্র বোলারদের লাইন-লেন্থ বিগড়ে দেয়। শেষের দিকে তানিষা সিং মাত্র ৫৫ বলে ৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দিল্লির স্কোরকে ৩৪০/৪-এ পৌঁছে দেন। অন্ধ্রের হয়ে পদ্মজা ১০ ওভারে ৪৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেও বাকিরা ছিলেন বড্ড অসহায়।অন্ধ্র প্রদেশের ব্যাটিং বিপর্যয় ও দিল্লির বোলিং দাপট৩৪১ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় অন্ধ্র প্রদেশ। দিল্লির বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৩৮.৩ ওভারে ১৪১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। অধিনায়ক অঞ্জলি শর্বণী (২৫) এবং এ শিরিষা (৩০*) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।দিল্লির হয়ে বল হাতে সফলতম সোনি যাদব (৩৫ রানে ৩ উইকেট) এবং নাজমা সুলতানা (২৯ রানে ৩ উইকেট)। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে অন্ধ্রের কোনো ব্যাটারই থিতু হতে পারেননি।একনজরে ম্যাচ রিপোর্ট:দিল্লি: ৩৪০/৪ (৫০ ওভার)(শ্বেতা ১১৩, তানিষা ৭৫, প্রজ্ঞা ৬৫, প্রিয়া ৬০; পদ্মজা ২/৪৭)অন্ধ্র প্রদেশ: ১৪১/১০ (৩৮.৩ ওভার)(শিরিষা ৩০, অঞ্জলি ২৫; সোনি ৩/৩৫, নাজমা ৩/২৯)*ফল: দিল্লি ১৯৯ রানে জয়ী।ম্যাচ সেরা: শ্বেতা সেহরাওয়াত। প্রথম সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে পা রাখল দিল্লি। এখন দেখার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জয়ী দলের বিরুদ্ধে ফাইনালে শ্বেতা-প্রিয়ারা এই ফর্ম ধরে রাখতে পারেন কিনা।

মাঝপথে চার্চিলকে ঢোকানোর চেষ্টা, গোয়ার ক্লাবকে আইএসএলে নিতে ১২ ক্লাবের মতামত চাইল ফেডারেশন

আইএসএল শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্লাবের দু'টো করে ম্যাচও হয়ে গিয়েছে। তারপরেও চার্চিল ব্রাদার্সকে পিছনের দরজা দিয়ে আইএসএলে ঢোকানোর চেষ্টা চলছেই। কার নির্দেশে, কার অঙ্গুলিহেলনে এরকমটা হচ্ছে এটাই বুঝতে পারছেন না কেউ। কিন্তু সবাইকে অবাক করে বুধবার এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লিকে বাদ দিয়ে আইএসএলের বাকি সব ক্লাবকে চিঠি পাঠালেন ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ। জানতে চাইলেন, চার্চিল ব্রাদার্সের আইএসএলে যোগদান করা নিয়ে অন্য ক্লাবগুলির মতামত। দু'টো করে ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেও ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের এরূপ চিঠি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবলমহল। কোনও পেশাদার লিগে এরকমটা হতে পারে?ক্যাসের নির্দেশে ইন্টার কাশীকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার পর থেকে কীভাবে চার্চিলকে আইএসএলে ঢোকানো যায়, তা নিয়ে ক্রমাগত চেষ্টা চলে আসছে। প্রতিযোগিতা শুরুর এক সপ্তাহ আগে আইএসএল খেলার জন্য প্রথমে আবেদন করে চার্চিল। এরপরই এই ইস্যুতে কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিং ডাকে ফেডারেশন। সেখানে দু-একজন চার্চিলের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখলেও কার্যনির্বাহী কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই পুরো প্রস্তাবটা খারিজ করে দেন। কিন্তু এখানেই দমে যাননি চার্চিল কর্তা আলেমাও চার্চিল। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায়, এমন সব জায়গা থেকে চার্চিল কর্তা চাপ তৈরি করেছেন যে, আগের দিন যেখানে আইএসএলের ১৪টি ক্লাব একযোগে চিঠি দিয়ে ফেডারেশনকে জানিয়েছিল, পিছনের দরজা দিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সকে আইএসএলে নিলে, তারা এই মরশুমের আইএসএল খেলবে না।

কিন্তু হঠাৎই দেখা গেল, কোনও এক অজানা চাপে আইএসএলের দু'টি ক্লাব— এফসি গোয়ার রবি পুষ্কর এবং এসসি দিল্লির ধ্রুবস ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানান, চার্চিলকে এই মরশুমের আইএসএলে নেওয়ার জন্য তাঁরা ক্লাবের তরফে ফেডারেশনকে অনুরাধ করছেন। যে ক্লাবগুলি একসঙ্গে জানিয়েছিল, চার্চিলকে নেওয়া হলে তারা খেলবে না, সেখানে হঠাৎ করে ক্লাব জোটে এরকম ভাঙন দেখে সবাই বুঝে যান, ভারতীয় ফুটবলে 'কুছ ভি হো সাকতা হ্যায়'। কিন্তু রবি পুষ্কর এবং ধ্রুবস যে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পরিস্থিতির চাপে পড়ে চার্চিলকে নেওয়ার জন্য এই চিঠি দিয়েছেন, তা বোঝানোর জন্য আইএসএল চালানোর তিন সদস্যর ম্যানেজিং কমিটি থেকে দুজন পদত্যাগ করেন।তারপর সবকিছু কিছু দিন ধামাচাপ পড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎই ফের এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লির চিঠির কথা উল্লেখ করে তাদের আইএসএলে নেওয়ার জন্য ফেডারেশনকে চিঠি পাঠান আলেমাও চার্চিল। তারপর এমন জায়গা থেকে চাপ তৈরি হয় যে, তড়িঘড়ি করে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ, এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লির বাইরে অন্য ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লি ইতিমধ্যে চার্চিলকে আইএসএলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। বাকি ক্লাবগুলি এই ইস্যুতে কী বলছে, ফেডারেশেন জানতে চাইছে।

প্রতিযোগিতার মাঝপথে যেভাবে চার্চিলকে ঢোকানোর জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, অবাক হবেন না, যদি দেখেন, লিগ শেষ হওয়ার পাঁচটা ম্যাচ আগেও তারা আইএসএলে ঢুকে যায়। আগেই বললাম না, 'ভারতীয় ফুটবলে কুছ ভি হো সাকতা হ্যায়'।আইএসএল শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্লাবের দু'টো করে ম্যাচও হয়ে গিয়েছে। তারপরেও চার্চিল ব্রাদার্সকে পিছনের দরজা দিয়ে আইএসএলে ঢোকানোর চেষ্টা চলছেই। কার নির্দেশে, কার অঙ্গুলিহেলনে এরকমটা হচ্ছে এটাই বুঝতে পারছেন না কেউ। কিন্তু সবাইকে অবাক করে বুধবার এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লিকে বাদ দিয়ে আইএসএলের বাকি সব ক্লাবকে চিঠি পাঠালেন ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ। জানতে চাইলেন, চার্চিল ব্রাদার্সের আইএসএলে যোগদান করা নিয়ে অন্য ক্লাবগুলির মতামত। দু'টো করে ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেও ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের এরূপ চিঠি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবলমহল। কোনও পেশাদার লিগে এরকমটা হতে পারে?ক্যাসের নির্দেশে ইন্টার কাশীকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার পর থেকে কীভাবে চার্চিলকে আইএসএলে ঢোকানো যায়, তা নিয়ে ক্রমাগত চেষ্টা চলে আসছে। প্রতিযোগিতা শুরুর এক সপ্তাহ আগে আইএসএল খেলার জন্য প্রথমে আবেদন করে চার্চিল। এরপরই এই ইস্যুতে কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিং ডাকে ফেডারেশন। সেখানে দু-একজন চার্চিলের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখলেও কার্যনির্বাহী কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই পুরো প্রস্তাবটা খারিজ করে দেন। কিন্তু এখানেই দমে যাননি চার্চিল কর্তা আলেমাও চার্চিল। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায়, এমন সব জায়গা থেকে চার্চিল কর্তা চাপ তৈরি করেছেন যে, আগের দিন যেখানে আইএসএলের ১৪টি ক্লাব একযোগে চিঠি দিয়ে ফেডারেশনকে জানিয়েছিল, পিছনের দরজা দিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সকে আইএসএলে নিলে, তারা এই মরশুমের আইএসএল খেলবে না।কিন্তু হঠাৎই দেখা গেল, কোনও এক অজানা চাপে আইএসএলের দু'টি ক্লাব— এফসি গোয়ার রবি পুষ্কর এবং এসসি দিল্লির ধ্রুবস ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানান, চার্চিলকে এই মরশুমের আইএসএলে নেওয়ার জন্য তাঁরা ক্লাবের তরফে ফেডারেশনকে অনুরাধ করছেন। যে ক্লাবগুলি একসঙ্গে জানিয়েছিল, চার্চিলকে নেওয়া হলে তারা খেলবে না, সেখানে হঠাৎ করে ক্লাব জোটে এরকম ভাঙন দেখে সবাই বুঝে যান, ভারতীয় ফুটবলে 'কুছ ভি হো সাকতা হ্যায়'। কিন্তু রবি পুষ্কর এবং ধ্রুবস যে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পরিস্থিতির চাপে পড়ে চার্চিলকে নেওয়ার জন্য এই চিঠি দিয়েছেন, তা বোঝানোর জন্য আইএসএল চালানোর তিন সদস্যর ম্যানেজিং কমিটি থেকে দুজন পদত্যাগ করেন।তারপর সবকিছু কিছু দিন ধামাচাপ পড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎই ফের এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লির চিঠির কথা উল্লেখ করে তাদের আইএসএলে নেওয়ার জন্য ফেডারেশনকে চিঠি পাঠান আলেমাও চার্চিল। তারপর এমন জায়গা থেকে চাপ তৈরি হয় যে, তড়িঘড়ি করে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ, এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লির বাইরে অন্য ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, এফসি গোয়া এবং এসসি দিল্লি ইতিমধ্যে চার্চিলকে আইএসএলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। বাকি ক্লাবগুলি এই ইস্যুতে কী বলছে, ফেডারেশেন জানতে চাইছে।প্রতিযোগিতার মাঝপথে যেভাবে চার্চিলকে ঢোকানোর জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, অবাক হবেন না, যদি দেখেন, লিগ শেষ হওয়ার পাঁচটা ম্যাচ আগেও তারা আইএসএলে ঢুকে যায়। আগেই বললাম না, 'ভারতীয় ফুটবলে কুছ ভি হো সাকতা হ্যায়'।

বোলারদের দাপটে বাজিমাত রেলওয়েজের ছত্তিশগড়কে হারিয়ে ফাইনালে পুনম-তনুজারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, রোপার।। রুপার ক্রিকেট গ্রাউন্ডের মন্থর পিচে স্নায়ুর লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল রেলওয়েজ। সিনিয়র মহিলা ওয়ানডে ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে মাত্র ১৭৩ রান পুঁজি করেও দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে ছত্তিশগড়কে ১৪৬ রানে আটকে দিল তারা। ২৭ রানের এই জয়ে ফাইনালে নিজেদের টিকিট নিশ্চিত করল রেলওয়েজ।রেলওয়েজের লড়াকু ১৭৩ রানপ্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি রেলওয়েজের। তবে ওপেনার ভাবনা গোপলানি এবং আরুশি গোয়েলের লড়াকু ব্যাটিং দলকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেয়। ভাবনা গোপলানি খেলেন ধৈর্যশীল ৬৫ রানের ইনিংস, যা তাঁকে ম্যাচের সেরার সম্মান এনে দেয়। অন্যদিকে আরুশি গোয়েল করেন মূল্যবান ৫১ রান। ছত্তিশগড়ের বোলার মহক নরওয়াসে এদিন বল হাতে আগুন ঝরান। ১০ ওভারে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ২৬ রান দিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে রেলওয়েজের মিডল অর্ডার ধসিয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান তোলে রেলওয়েজ।পুনম যাদব ও তনুজার স্পিন ম্যাজিক১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ছত্তিশগড়ের শুরুটা মন্দ ছিল না। নেহা বাদওয়াইক (৩৮) এবং বল হাতে নজর কাড়া মহক নরওয়াসে (৩৫) ব্যাটিংয়েও প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ স্পিনার পুনম যাদবের ঘূর্ণির সামনে খেই হারিয়ে ফেলে ছত্তিশগড়। পুনম ১০ ওভারে মাত্র ২৮ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট শিকার করেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন তনুজা কানোয়ার (৯.৫ ওভারে ৩৭ রানে ২ উইকেট)। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৪৯.৫ ওভারে ১৪৬ রানেই অল-আউট হয়ে যায় ছত্তিশগড়।একনজরে ম্যাচ রিপোর্ট:রেলওয়েজ ১৭৩/৮ (৫০ ওভার)(ভাবনা ৬৫, আরুশি ৫১; মহক ৩/২৬)ছত্তিশগড় ১৪৬/১০ (৪৯.৫ ওভার)(নেহা ৩৮, মহক৩৫; পুনম ৩/২৮, তনুজা ২/৩৭)ফল: রেলওয়েজ ২৭ রানে জয়ী।ম্যাচ সেরা: ভাবনা গোপলানি। দিল্লির পর দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালে উঠল রেলওয়েজ। অভিজ্ঞ পুনম যাদবের বোলিং এবং ভাবনার ব্যাটিংই আজ তফাৎ গড়ে দিল।

শিলিগুড়িতে খেলো ইন্ডিয়া ইস্ট জোন কিক বক্সিংয়ে অংশ নিচ্ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ইন্ডিয়া ইস্ট জোন কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ - ২০২৬। উক্ত খেলো ইন্ডিয়া ইস্ট জোন কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সর্ব মোট ২৬ জন মহিলা কিকবক্সার সাব -জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে। রাজদল আজ, বৃহস্পতিবার বিমানযোগে আগরতলা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল খেলোয়ার ও সাপোর্ট স্টাফদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

জাগরণ 27 February, 2026, Friday আগরতলা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, ■ ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন মানুষ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: মানুষের জন্য কাজ করা সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্যের বর্তমান সরকার সকল অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে। কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন মানুষ। আর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে। আজ আগরতলার শিশু উদ্যানে বিকশিত ভারত, বিকশিত ত্রিপুরা প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০৪৭ সালে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। সেই দিশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর টার্গেট দিয়েছেন। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হতে হবে। আর এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য এখন সারা ভারতবর্ষে সবাই মিলে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের রাজ্যও বিকশিত ভারত এর একটা গুরুত্বপূর্ন অংশ। এজন্য বিকশিত ত্রিপুরা এর রোডম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে আমরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে চলে আসি। যথারীতি কাজও শুরু হয়েছে আমাদের।

মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বলেন, সামরিক দিক দিয়ে দেশ শক্তিশালী হলে কাজ করতেও সুবিধা হবে। ভারত কখনো আগে কাউকে আক্রমণ করে না। সেটা ইতিহাস বলে। এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শান্তিতে কাজ করতে পারলেই বিকশিত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাই আমাদের শক্তিশালী থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে, সব মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, লাখপতি দিদি তৈরি করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলেই সেসব সম্ভবপর হবে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেটা বাস্তবায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এখন অবধি ভারতবর্ষের অর্থনীতি ১১তম স্থান থেকে পঞ্চম হয়ে চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। হিসেব অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইছেন। কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ ত্রিপুরায় দেশের মধ্যে প্রথম বারের মতো স্টেট ইনোভেশন মিশন এর সূচনা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরায় এসেছেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান। মূলত, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় কিভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে এই মিশনের পথচলা শুরু হয়েছে। এজন্য যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করবে সরকার।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, যেকোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরা বজায় রাখার জন্য এই সরকার কাজ করছে। সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় পর্যটনের উপরও নজর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন আইন শৃঙ্খলা বেশ ভালো রয়েছে। অপরাধের হার বিগত সময়ের তুলনায় এখন অনেক কমেছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি মানুষের রাজ্যের যেকোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই হুমকি ধমকি দিয়ে কোন কাজ হবে না। আর নাটকবাজ অনেক রয়েছে। এসব নাটকবাজদের জন্য মুম্বাইয়ে সিট খালি রয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, মেলার আয়োজক তরুণ জৈন, শ্রীহরি খাদি গ্রামোদ্যোগ বিকাশ সংস্থার প্রেসিডেন্ট অঞ্জু গুপ্তা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই অসুস্থ ছাত্রী, দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনেই বিশালগড়ে এক পরীক্ষাকেন্দ্রে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে এক ছাত্রী, ফলে সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, বিশালগড় নারী মঙ্গল হাই স্কুলের ছাত্রী অনন্যা দেবনাথ এদিন পরীক্ষা দিতে আসে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় কেন্দ্রে। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানান। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অসুস্থ ছাত্রীকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে ছাত্রী। প্রাথমিকভাবে অসুস্থতার কারণ হিসেবে শারীরিক দুর্বলতা বা মানসিক চাপজনিত সমস্যা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ঘটনায় পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্যান্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হলেও পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিলোনিয়ায় আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়ায় আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার সকাল বেলা বিকেআই মাঠ থেকে নেশা মুক্ত এওয়ারনেস দৌড় অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুরে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ কর্নারে বিদ্যাপীঠ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কে নিয়ে পুলিশ কিভাবে ট্রাফিক ডিউটি পালন করে তার উপর সচেতন করা এবং রাস্তায় চলতে গেলে বাইক চালকদের হেলমেট ব্যাবহার করা,গাড়ী চালককে সিট বেল্ট ব্যাবহার করা,কি কি কাগজ পত্র থাকা দরকার, সেই সব বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তার পাশাপাশি ট্রাফিক সিগন্যাল সম্বন্ধে অবগত করা, রাস্তায় চলতে গেলে ট্রাফিক সিগনাল মেনে চললে দূর্ঘটনা কম হবে, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি করা হয়। মূল উদ্দেশ্য হল তারা তাদের পরিবারের লোকজন দের সচেতন করতে পারবে তেমনি এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সকলের কাছে যেন এই বার্তা পৌঁছায় সেই লক্ষে আজকের কর্মসূচি বলে জানান বিলোনিয়া থানার ওসি সনজিৎ সেন, এছাড়াও ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশাল কুমার সহ আরক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও অন্যান্য পুলিশ কর্মী।

আগরতলা পুর নিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন অফিস ভবনের ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন অফিস ভবনের ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান কুঞ্জবন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীপক মজুমদার, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ, কর্পোরেটর লতা নাথ, সমাজসেবী পাপিয়া দত্তসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজ্য সরকার কন্যা সন্তানদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। আমরা চাই বাল্যবিবাহ মুক্ত রাজ্য গঠন করতে। এজন্য আমাদের সকলকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। আজ ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে প্রতাপগড় ঋষি কলোনীতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজব্যাপী পথনাট্য অভিযানের উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল থেকে শুরু করে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের ৫৮-টি ব্লক এবং আগরতলা পুর এলাকার একাধিক স্থানে এই সচেতনতামূলক পথনাটক অনুষ্ঠিত হবে।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে কেউ বাল্যবিবাহকে সমর্থন না করে এবং কোথাও বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে নিকটবর্তী প্রশাসনকে অবহিত করে। প্রয়োজন অনুসারে নাগরিকগণ জাতীয় চাইল্ডলাইন নম্বর ১০৯৮ এর সহায়তা নিতে পারেন। উল্লেখ্য, ১৮ বছরের নিচে কন্যা ও ২১ বছরের নিচে পুত্রের বিবাহ আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

এই কর্মসূচির সূচনা করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের কন্যা সন্তানদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় ১৮ বছরের উপরের বয়সের অন্ত্যোদয় পরিবারের একজন মেয়েকে বিয়ে দিলে রাজ্য সরকার ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় অন্ত্যোদয় পরিবারের কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ঐ সন্তানের জন্য ব্যংকে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সংস্থান রয়েছে। এই প্রকল্পে ১৮ বছরের পর এই কন্যা সন্তানের পরিবার এই অর্থ এই কন্যা সন্তানের শিক্ষা সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে পারবে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া প্রত্যেক মেয়েকে বাইসাইকেল দিচ্ছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ১০০ জন ছাত্রীকে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনের কল্যাণেও আন্তরিক রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৭০ হাজারেরও বেশি দিব্যাঙ্গজন রয়েছেন। মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের মাসিক ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা করছে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনবোধে এই সামাজিক ব্যাধি রোধে তিনি সকলকে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্ক তৃপ্তি সরকার তার নিজের বিবাহ বন্ধ করায় তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমরা চাই তৃপ্তি সরকারের মতো মেয়ে প্রত্যেকের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক। তিনি বলেন, একজন মেয়ে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবার, সমাজ, রাজ্য ও দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। সমাজকে উপরের স্তরে নিয়ে যেতে মহিলাদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের মতো অন্যান্য অপরাধ দূর করতে শুধু রাজ্য সরকার নয় বিভিন্ন ক্লাব, এনজিও ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে অভিভাবকদের বোঝাতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা সকলকে বাল্যবিবাহ বিরোধী শপথবাক্য পাঠ করান। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ বন্দে মাতরম গীত পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কলাভূমির প্রযোজনায় "মুক্ত বিহঙ্গ" নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটক সকল দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা চামেলী সাহা।

আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল ই.সি.আই.

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সি.ই.সি.) জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশি আজ চেন্নাইয়ে আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত ও বিস্তৃত পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

পর্যালোচনা সফরের সময় কমিশন স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। এই দলগুলির মধ্যে ছিল আম আদমি পার্টি, বহুজান সমাজ পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাঝাগম, দেশিয়া মুরপোক্কু দ্রাবিড় কাঝাগম, দ্রাবিড় মুনেত্র কাঝাগম, নাম তামিলার কাচ্চি এবং বিদুথালাই চিরুথাইগল কাচ্চি-এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তামিলনাড়ুতে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় অর্থবল প্রয়োগ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। কিছু দল নির্বাচনী অনিয়ম রোধে উড়ন্ত স্কোয়াডের সংখ্যা বাড়ানোরও দাবি জানায়।

কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন তারিখ নির্ধারণের সময় আসন্ন উৎসবগুলিকে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানায়। রাজনৈতিক দলগুলিকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন যে, তাদের পরামর্শ বিবেচনা করা হবে এবং নির্বাচন আইন অনুযায়ী স্বাধীন, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর কমিশন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান/নোডাল অফিসার, আইজি, ডিআইজি, জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডি.ই.ও.), পুলিশ সুপার (এস.পি.)-দের সঙ্গে নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকস, নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জব্দকরণ, আইন-শৃঙ্খলা, ভোটার সচেতনতা ও প্রচার কার্যক্রমের প্রতিটি দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। কমিশন প্রয়োগকারী সংস্থার সমস্ত প্রধান/নোডাল অফিসারদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার এবং প্রলোভন সংক্রান্ত সব কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন করার নির্দেশ দেয়।

কমিশন সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডি.ই.ও.) ও পুলিশ সুপারদের ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজপ্রাপ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার, কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। কমিশন কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্ভয়ে ও পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আইন ও বিধি থেকে কোনও প্রকার বিচ্যুতির ক্ষেত্রে শূন্য-সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করা হবে বলে জোর দেয়।

জেলা শাসকের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন কালবৈশাখী ঝড়, বন্যা ইত্যাদি মোকাবিলা উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডাঃ বিশাল কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অসিত কুমার দাস, সদর, জিরানীয়া, মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আধিকারিকগণ, পশ্চিম জেলার অন্তর্গত ৯টি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১০ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দুর্যোগ পূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও চেকলিষ্ট তৈরী করে জেলাশাসক অফিসে জমা দিতে হবে। এছাড়া বর্ষার আগেই পশ্চিম জেলার জেলাশাসক কার্যালয়, মহকুমা শাসক কার্যালয়, টিএসআর, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, জলসম্পদ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, বনদপ্তর, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, বিদ্যুৎ দপ্তর ও পূর্তদপ্তরকে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগাম প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ আশ্রয় স্থল, ত্রাণ শিবির সনাক্তকরণ করা, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার বিষয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহে 'রান ফর নেশা মুক্তি ত্রিপুরা', উমাকান্ত মাঠে ব্যাপক সাড়া

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আগরতলার উমাকান্ত মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল 'রান ফর নেশা মুক্তি ত্রিপুরা' শীর্ষক ম্যারাথন দৌড়। যুব সমাজকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানায় পুলিশ প্রশাসন।

ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক করিডোর হিসেবে গড়ে উঠছে

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। বৈঠকের সূচনায় জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এম.ডি.সি. উমাশঙ্কর দেববর্মা, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা এবং ডি.এফ.ও. অতনু চক্রবর্তী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ত্রিপুরা বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক করিডোর হিসেবে গড়ে উঠছে।

সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সিপাহীজলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় "বর্ডার ট্যুরিজম হাট" গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কমলাসাগরের ঐতিহ্যবাহী কসবেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রশংসা করে বলেন, সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলে একযোগে কাজ করছেন। "লাখপতি দিদি" প্রকল্প জেলার মহিলাদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। এছাড়া ত্রিপুরার অন্যতম সম্পদ বাঁশকে ভিত্তি করে শিল্প সম্ভাবনা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি। বাঁশজাত পণ্য থেকে জুয়েলারি ও উপহার সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। আগরতলা থেকে আখাউড়া (বাংলাদেশ) পর্যন্ত নির্মিত রেললাইন চালু হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে।

এর মধ্যে সিপাহীজলা জেলার প্রাপ্ত "ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জেলার অধিকাংশ সরকারি দপ্তরে ই-অফিস পরিষেবা চালু হয়েছে এবং সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া জেলার ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী "আলোর দিশারী" মহিলা ক্লাস্টারের হাতে ১,০৬,৪০,০০০/- টাকা এবং গোকুলনগর ক্লাস্টারের হাতে ১,৪২,৪০,০০০/- টাকার দুটি চেক তুলে দেন। সরকারি প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন আরও সুদৃঢ় হবে বলে বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলায় মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় আজ (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত মধুপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কেনানিয়া সিনিয়র বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে এক মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের মোট ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৯৬ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ৪৬ জনের রক্তে শর্করা পরীক্ষা করা হয় এবং ২৭ জনের এম পি কিটে ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণের লক্ষ্যে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস দাস, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ কনক চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্র দেববর্মা, শল্য চিকিৎসক ডাঃ দীপ্তেন্দু চৌধুরী, শিশুরোগ বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ চয়ন চাকমা, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস সাহা, অর্থোপেডিক্স বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, পিএমআর বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ দাস, ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী, চক্ষু বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ পারুলদীপ চাকমা, চর্ম রোগ বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ কমল দাস, ইএমডি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অভীক দেব। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিজিৎ সিনহা, মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অর্পণ দেববর্মা, ডেন্টাল সার্জন, ডাঃ সংঘমিতা সেন, আয়ুষ চিকিৎসক ডাঃ দেবযানী রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাটিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এর প্রধান স্বপন দেববর্মা।

জেলা-স্তরের ক্রেডিট আউটরিচ ক্যাম্পেইন ২.০ — কৃষি, এমএসএমই ও রিটেল ঋণ (পশ্চিম জেলা ও খোয়াই জেলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: আজ আগরতলার ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম হল, কর্নেল মহিম ঠাকুর সরণি, পশ্চিম ত্রিপুরায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি, এমএসএমই ও রিটেল ঋণ বিষয়ক জেলা-স্তরের ক্রেডিট আউটরিচ ক্যাম্পেইন সফলভাবে আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সন্তোষ দাস, পরিচালক, মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার --- প্রধান অতিথি, অরূপ দেব, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পশ্চিম জেলা, সত্যেন্দ্র সিং, চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, সুজিত রায়, আঞ্চলিক প্রক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, পশ্চিম জেলা, ড. প্রণজিৎ পাল, প্রধান ব্যবস্থাপক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, আগরতলা শাখা।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২০০-রও বেশি উপভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কৃষি, এমএসএমই ও রিটেল খাতে অনুমোদিত ঋণের স্যাংশন লেটার সম্মানিত অতিথিবৃন্দের হাতে উপভোক্তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে কৃষি ও সহযোগী কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং রিটেল খাতের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের জন্য উপভোক্তাদের উৎসাহিত করেন।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপভোক্তাদের সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ সম্প্রসারণে ব্যাংকের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas